বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

04

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>172 >>20 Chaitra 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৭২ >><< ২০শে, চৈত্র ১৪২৯>>

ইউক্রেনে অঘোষিত সফরে জার্মানির ভাইস চ্যান্সেলর

ইউক্রেনঃ কোন ধরনের পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই রাজনৈতিক আলোচনার জন্য ইউক্রেন সফরে গেলেন জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর। জ্বালানি খাত নিয়ে আলোচনার জন্য তার সঙ্গে রয়েছে একটি ছোট ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দল। জার্মান ভাইস চ্যান্সেলর রবার্ট হাবেক সোমবার সকালে আকস্মিক সফরে কিয়েভে পৌঁছান। যুদ্ধের পরে 'পুননির্মাণের' ব্যাপারে ইউক্রেনকে আস্বস্ত করতে এই সফর বলে জানিয়েছেন তিনি। দুই পক্ষের আলোচনায় ইউক্রেনের জ্বালানি অবকাঠামোকে পুনরায় গড়ে তোলার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। জার্মানির অর্থমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকা হাবেক জানান বিনিয়োগের সিদ্ধান্তও এরই মধ্যে নেয়া হয়ে গেছে বা দ্রুত নেয়া হবে। এই সফরে তার সঙ্গী হিসেবে জার্মানির একটি ব্যবসায় প্রতিনিধি দলও রয়েছে, যার নেতৃত্বে আছেন ফেডারেশন অব জার্মান ইন্ডাস্ট্রিজের প্রেসিডেন্ট সিগফ্রিড রুসভুর্ম। তিনি বলেন, 'জার্মানির শিল্পও যে ইউক্রেনের পাশে আছে' এই সফর তারই বার্তা। গত বছরের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়া হামলা চালানোর পর এটিই দেশটিতে হাবেকের প্রথম সফর।

বাজার দর

SENSEX : 59106.44 +114.92
NIFTY : 17398.05 +38.30

রাঁচি PARA UPDATE

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
	33.00 °C	21.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.05 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.38 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

নাবিকদের আত্মহত্যা রোধে আরো যাজক নিয়োগ করছে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী

নিউইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর একটি বড় ঘাঁটিতে নোঙ্গর করে আছে বহু জাহাজ। এসব জাহাজের নিচের ডেকে, জানালাবিহীন প্যাসেজে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রমের কাজ করেন শত শত নাবিক। অনেক সময় এ ধরণের কাজ হয় কায়িক শ্রমের এবং একঘেয়ে। কোনো জাহজ ঘাঁটি ছেড়ে যাওয়ার আগে এ ধরণের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এমন কাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া অনেকের জন্যই একটা কঠিন বিষয়। কেননা ইতোমধ্যে সারা দেশের অনেক তরুণ বিভিন্ন চাপ মোকাবেলা করছে। নৌবাহিনীর বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মীদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা অত্যন্ত গুরুতর পর্যায়ে পৌঁছেছে। নিরাপত্তা পরিস্থিতির কোন বিষয়টি রাত জাগতে বাধ্য করে, এমন প্রশ্নের জবাবে এ বছরের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর অপারেশন প্রধান অ্যাডমিরাল মাইকেল গিলদে বলেছিলেন 'আত্মহত্যা'। আত্মহত্যার প্রবণতা রোধে জাহাজে ক্রুদের পাশাপাশি যাজকদের নিয়মিত সদস্য হিসেবে নিয়োগ করার কৌশল নেয়া হয়েছে সম্প্রতি। এ উদ্যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে ধর্মীয় জ্ঞানসম্পন্ন যাজকরা যাতে ধর্মবিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী, উভয় ধরনের নাবিকদে সঙ্গে সম্পূর্ণ গোপন ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। আটলান্টিক মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর সারফেস ফ্লিটের যাজকদের দায়িত্বে থাকা, প্রধান যাজক (এপিসকোপাল) ক্যাপ্টেন ডেভিড টেমস এ মাসের শুরুতে বলেন, এ পদ্ধতি খুব সহজেই আমাদেরকে মনের দুঃখকষ্ট ভাগ করে নেয়ার আধারে পরিণত করেছে। যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর সারফেস ফ্লিট দেশটির পূর্ব উপকূল থেকে বাহরাইন পর্যন্ত বিস্তৃত জলসীমায় বেশ কিছু জাহাজের সমন্বয়ে গঠিত। আত্মহত্যা করেছেন এমন ২ তরুণের নরফোকে বসবাসরত পরিবারের সদস্যদের মতে, যাজকরা মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তারা একইসঙ্গে জবাবদিহি নিশ্চিত করা, বুলিইং দূর করার দায়িত্বে নিয়োজিত একটি চেইন অফ কমান্ড স্থাপন ও তরুণদের নিয়োগ বাড়ানোর ওপর জোর দেয়ার আহ্বান জানান। নৌবাহিনীর সাবেক নিয়োগ কর্মকর্তা প্যাট্রিক কাসেরতা। তার ২১ বছর বয়সী ছেলে ব্র্যান্ডন ২০১৮ সালে আত্মহত্যা করেন। প্যাট্রিক কাসেরতা বলেন, যাজকরা সাহায্য করতে পারবেন তবে, তাদের ক্ষমতায়ন না করা হলে এতে কিছু আসবে যাবে না। সশস্ত্র বাহিনীতে নিয়োগপ্রাপ্ত ২৯ বছরের কম বয়সী তরুণতরুণীদের মধ্যে যে মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলো দেখা যায়, সেগুলো স্কুল ও কলেজে পাওয়া সমস্যার অনুরূপ।এ ধরনের সমস্যা কোভিড১৯ মহামারীর সময় আইসোলেশনের কারণে তীব্রতর হয়।

সেন্ট পিটার্সবার্গে বোমায় ব্লগার হত্যার ঘটনায় যুদ্ধবিরোধী এক নারী গ্রেপ্তার

মস্কো ঃ রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ ক্যাফেতে বোমা হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই হামলায় ইউক্রেন যুদ্ধের পক্ষে প্রচার চালানো শীর্ষ সামরিক ব্লগার ভ্লাদলেন তাতারস্কি নিহত হন।
রাশিয়ার তদন্তকারীরা বলছেন, গ্রেপ্তার করা ওই নারী হলেন দরিয়া ত্রেপোভা। তিনি ওই সেন্ট পিটার্সবার্গ ক্যাফেতে হামলায় জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।
গত রোববার ওই ক্যাফেতে বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। গ্রেপ্তার হওয়া ত্রেপোভা ইউক্রেন যুদ্ধবিরোধী বলে পরিচিত। রাশিয়ার বার্তা সংস্থা আরআইএ নভোস্তির খবরে বলা হয়, রাশিয়া ইউক্রেনে হামলার পর গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে এক অননুমোদিত বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার কারণে ত্রেপোভা ১০ দিন গৃহবন্দী ছিলেন।
রাশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে বলা হয়, ২৬ বছর বয়সী ত্রেপোভা সেন্ট পিটার্সবার্গে জন্ম নিয়েছেন। তিনি রুশ নাগরিক।
গত রোববারের বিস্ফোরণে নিহত বিশিষ্ট ব্লগার তাতারস্কি ইউক্রেনে রাশিয়ার তথাকথিত অভিযানের ঘোর সমর্থক। তবে তিনি রুশ সেনাবাহিনীর সমালোচনাও করে থাকেন।
ওই দিন তাতারস্কি একটি ছোট মূর্তি উপহার হিসেবে পান। সেটির ভেতরেই ছিল বিস্ফোরক। ওই বিস্ফোরণে তিনি নিহত হওয়ার পাশাপাশি দুই ডজন ব্যক্তি আহত হন।
রাশিয়ার তদন্ত কর্মকর্তারা বলছেন, তাঁরা রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরে 'হাইপ্রোফাইল ব্যক্তিকে হত্যার' তদন্ত করছেন। ত্রিপোভার মা ও বোনকে জিজ্ঞাসাবাদের কয়েক ঘণ্টা পর তাঁকে আটক করা হয়।
নেভা নদীর কাছে অবস্থিত 'স্ট্রিট ফুড বার নম্বর ১' নামের ক্যাফের একসময় মালিক ছিলেন ইয়েভজেনি প্রিগোজিন। বর্তমানে তিনি রাশিয়ার বেসরকারি সামরিক বাহিনী ভাগনারের প্রধান। ইউক্রেনের বাখমুতে তাঁর বাহিনী লড়াই করছে। সর্বশেষ তিনি এ অঞ্চলের 'বৈধ' দখলের দাবিও করেছেন।
প্রিগোজিন নিহত তাতারস্কির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। গভীর রাতে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ শ্রদ্ধা জানান। বাখমুতের টাউন হল থেকে এ ভিডিও করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি একটি পতাকা প্রদর্শন করেন, যাতে লেখা ছিল 'ভ্লাদলেন তাতারস্কির স্মৃতির প্রতি।'

অসুস্থতা থেকে ফিরে পাম সানডে প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিলেন পোপ ফ্রান্সিস

ভ্যাটিকান ঃ ব্রংকাইটিসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন পোপ ফ্রান্সিস। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার ১ দিন পর পোপ ফ্রান্সিস পাম সানডে প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেন এবং দরিদ্র, একাকী ও অসুস্থ মানুষকে আরো ভালো করে যত্ন নিতে সমগ্র বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানান। পোপ ফ্রান্সিস সেইন্ট পিটার্স স্কয়ারে আসেন একটি ছাদ খোলা সাদা গাড়িতে করে। এখানে আসার সময় হাজার হাজার মানুষ পাম ও জলপাই (অলিভ)ডাল নাড়িয়ে তাকে স্বাগত জানায়।পরে তিনি একটি প্রাচীন মিশরীয় স্তম্ভের নিচে দাঁড়িয়ে প্রার্থনায় নেতৃত্ব দেন। ৮৬ বছর বয়সী পোপ বুধবার শ্বাসকষ্ট জনিত কারণে রোমের গেমেল্লি হাসপাতালে ভর্তি হন।তবে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন প্রয়োগের পর তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং শনিবার ভ্যাটিকানের বাসস্থানে ফিরে আসেন। তার স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদ্বেগ কমাতে ভ্যাটিকান জানিয়েছে, তিনি এ সপ্তাহে ইস্টার সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে পূর্ণ মাত্রায় অংশ নেবেন। উল্লেখ্য, খোলা আকাশের নিচে পাম সানডে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় ইস্টারের অনুষ্ঠান মালা যা রোমান ক্যাথলিক চার্চের ক্যালেন্ডারের সবচেয়ে ব্যস্ত সময়। বসন্তের স্তিমিত সূর্যালোকে সমবেত ৩০ হাজারের বেশি ভক্তের উদ্দেশে, লাল ধর্মীয় পোশাক পরিহিত পোপ শান্ত কিন্ত পরিষ্কার কণ্ঠে বক্তব্য দেন। সেখানে দেয়া বক্তব্যে পোপ, গভীর দুর্দশা ও একাকীত্বের মধ্যে থাকা মানুষদের অবজ্ঞা না করতে সকল মানুষের প্রতি আহ্বান জানান। মার্চে পোপের বর্তমান পদে ১০ বছর মেয়াদ পূর্ণ হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি দরিদ্র ও অভিবাসীদের দুঃখ দুর্দশার কথা উল্লেখ করে আসছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তিনি বেশ কয়েক বার অসুস্থ হয়েছেন। তার অসুস্থতার মধ্যে রয়েছে, হাঁটুতে ভয়াবহ ব্যথা।এ কারণে তিনি লাঠিতে ভর করে অথবা হুইলচেয়ারে বসে জনসম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। পবিত্র বৃহস্পতিবারে ফ্রান্সিস রোমের একটি কারাগারে গণপ্রার্থনায় অংশ নেবেন। তবে, রোমের প্রাচীন কলোসিয়ামের চারপাশে ঐতিহ্যবাহী গুড ফ্রাইডে ভায়া ক্রুসিস (ওয়ে অফ দ্য ক্রস)শোভাযাত্রায় তিনি অংশ নেবেন কিনা তা এখনো নিশ্চিত নয়।

হিন্দু সন্তানদের মুসলিম মাকে নিয়ে যে আলোড়ন চলছে

মুম্বাই ঃ জাফর খান প্রথম 'ইনু সোয়ানথাম শ্রীধারণ' সিনেমাটি দেখে অনেক কষ্টে অশ্রু সংবরণ করেছিলেন। তবে সিনেমার পর্দার সামনে তাঁর পাশে বসা ভাই শ্রীধারণ অঝোরে কাঁদছিলেন। দুজনের বয়সই এখন ৪৯। তাঁরা রক্তের ভাই নন। তাঁদের একজন মুসলিম, আরেকজন হিন্দু। তবে জাফর খানকে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, শ্রীধারণ তাঁর আসলে কী। তিনি জবাবে বললেন, 'তিনি আমার ভাই। না, তার চেয়ে বেশি কিছু। তিনি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থাকেন। আমি জানি না, তিনি কে...তিনি আমার সাথি।'
জাফর খান ও শ্রীধারণকে যে নারী একসঙ্গে লালনপালন করেছেন তিনি জাফর খানের মা থেনাদান সুবাইদা। ২০১৯ সালে তিনি মারা গেছেন। ভারতে যখন ধর্মীয় মেরুকরণ আর সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের ঘটনা নিত্যদিন ঘটে চলছে, তখন সুবাইদার গল্প ধর্মমতের উর্ধ্বে উঠে মানবতার জয়গান গাইছে। ১৯৮৬ সালে শ্রীধারণের মা চাক্কি চতুর্থ সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। তখন সুবাইদা শ্রীধারণ এবং তাঁর দুই বোন রামানি ও লীলাকে তাঁর ঘরে নিয়ে আসেন। সুবাইদার গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন তাঁদের মা চাক্কি। ওই সময় সন্তান দত্তক নেওয়ার অত কঠোর আইন ছিল না। ফলে সুবাইদা আইনত তিনজনকে দত্তক নেননি।
মায়ের মৃত্যুর পর শ্রীধারণ ও তাঁর দুই বোনকে লালনপালনের মতো কোনো আত্মীয়স্বজনও ছিল না। তখন তাঁদের বাবা সুবাইদাকে বলে দিলেন, তিনি চাইলে তাঁর তিন সন্তানকে নিয়ে যেতে পারেন। কারণ, তাঁদের লালনপালন করার মতো সংগতি বা সক্ষমতা তাঁর নেই। সুবাইদার নিজের ঘরে তখন দুই ছেলেজাফর খান আর শানাওয়াস। চার বছর পর তাঁর আরেকটি কন্যাসন্তান হয়, যার নাম রাখেন জসিনা। সুবাইদা ছয়জনকে একসঙ্গে লালনপালন করেন।২০১৯ সালে সুবাইদার মৃত্যুর পর তাঁদের এই গল্প প্রথম চারদিকে জানাজানি হয়। তখন শ্রীধারণ ওমানে কাজ করতেন। ফেসবুকে 'উম্মা'কে (মালয়ালম ভাষায় মুসলিমরা মাকে এভাবে ডাকে) নিয়ে এক আবেগঘন স্ট্যাটাস দেন শ্রীধারণ। তিনি 'তাঁর মা যেন জান্নাতবাসী হন' সে জন্য বন্ধুদের কাছে দোয়া চান।
শ্রীধারণের এই স্ট্যাটাস তখন অসংখ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁরা আশ্চর্য হন, একজন হিন্দু ব্যক্তি কেন তাঁর মাকে 'উম্মা' ডাকছেন। অনেকে ফেসবুকে তাঁর কাছে জানতে চান, 'তুমি কে? তুমি হিন্দু নাকি মুসলিম।' শ্রীধারণ বলছিলেন, 'আমাকে নিয়ে মানুষের এমন কৌতূহল হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, আমার নাম তো শ্রীধারণ।' শ্রীধারণ বলছিলেন, 'সবার অন্তহীন প্রশ্ন। মাঝেমধ্যে অনেকের প্রশ্ন জঘন্য লাগছিল। তবে ধৈর্য ধরে উম্মাকে হারানোর শোকের মধ্যেও আমি সবার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি।'
শ্রীধারণ বলেন, 'সুবাইদা আমাদের লালনপালন করলেও তিনি বা তাঁর স্বামী আবদুল আজিজ হাজি কখনো ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে বলেননি। তাঁর জন্য এসব কথা শোনা বেশ যন্ত্রণাদায়ক। কারণ, তাঁরা আমাদের সব সময় শিখিয়েছেন ধর্মবর্ণ কোনো বিষয় না। তাঁরা বলতেন, সবাইকে সৎ এবং মহৎ হতে হবে। এটাই হচ্ছে মানবতা। এটাই মানুষের বিশ্বাসকে বদলে দেবে।'এটাই ছিল সুবাইদার দর্শন।

তদন্ত ইন্টারনেট কল করে ধমকি দেওয়া কাপুরুষতা মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার, এসটিএফ এ মামলা রজ্জু করে তদন্তের নির্দেশ ডিজিপি জিপি সিংহ

খালিস্থানিদের সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে অসমের সাংবাদিকদের কাছে রেকর্ডেড ফোন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ এক ভয়ঙ্কর ঘটনা প্রবাহ। নজির বিহীন ভাবে সর্বপ্রথম বার খালিস্থানিদের সমর্থন জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে অসমের একাংশ সাংবাদিককে রেকর্ডেড ফোন করা হয়েছে। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সংবাদ জগতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তবে নিজের নাম্বার লুকিয়ে অন্য নাম্বারের মাধ্যমে ইন্টারনেটের দ্বারা ফোন করে ধমকি দেওয়া এক ধরনের কাপুরুষতা বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকার। তাছাড়া এই বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়ে এসটিএফ এর অধীনে মামলা রজ্জু করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ।
প্রসঙ্গত পাঞ্জাবে খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহ নেতৃত্বাধীন ওয়ারিশ পাঞ্জাব দে খালিস্থান সমর্থক সংগঠনের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়েছে। পাঞ্জাব পুলিশ খালিস্থান সমর্থক তথা খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহকে পোলাতক হিসেবে ঘোষণা করার পাশাপাশি তার সহযোগীদের গ্রেফতার করেছে। গত ১৯ মার্চ খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহ নেতৃত্বাধীন ওয়ারিশ পাঞ্জাব দে খালিস্থান সমর্থক সংগঠনের চারজন সদস্যকে পাঞ্জাব থেকে রাজ্যের ডিব্রুগড় জেলা কারাগারে নিয়ে আসার পর পরবর্তীকালে আরও দুবার খালিস্থানি সমর্থকদের অসমে আনা হয়েছে। বর্তমান সংগঠনটির আটজন সদস্য ডিব্রুগড় জেলা কারাগারে রয়েছেন। তবে এবার ডিব্রুগড় জেলা কারাগারে থাকা ওয়ারিশ পাঞ্জাব দে খালিস্থানি সমর্থকদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। শুধু সেটাই নয় অসমে বসবাসকারী শিখ সম্প্রদায় ব্যক্তিদের নির্যাতন করা হচ্ছে এই অভিযোগ উত্থাপন করে নিষিদ্ধ ঘোষিত শিখ ফর জাস্টিস নামের একটি সংগঠনের প্রধান গুরপতয়ান সিংহ পান্নুর রেকর্ড করা একটি অডিও বার্তা অসমের একাংশ সাংবাদিকদের ফোন করে শোনানো হয়েছে।
সেই বার্তায় নিষিদ্ধ ঘোষিত শিখ ফর জাস্টিস নামের একটি সংগঠনের প্রধান গুরপতয়ান সিংহ পান্নু নিজেকে খালিস্থানি নেতা অমৃতপাল সিংহ এর সমর্থক বলে উল্লেখ করে বলেছেন অসমের কারাগারে বন্দি খালিস্থানি সমর্থকদের নির্যাতন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর শর্মা মন দিয়ে কথাগুলো শুনুন। এই সংগ্রাম খালিস্থানি সমর্থক শিখ সম্প্রদায় এবং ভারত সরকার তথা মোদির মধ্যে ফলে এক্ষেত্রে না জড়ানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে সেই অডিও বার্তায় সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। রবিবার দুপুর থেকে অসমের একাংশ সাংবাদিকের টেলিফোনে বিভিন্ন নাম্বার থেকে ফোনে করে এই অডিও বার্তা শোনানো হয়েছে। গুয়াহাটির একাংশ সাংবাদিকদের কাছে ৯৪৩৫৩৫৫৫২৩, ৯৪৩৫৫৭৮৭১৪, ৯৪৩৫১৩০৬৫৭ ইত্যাদি বিভিন্ন নাম্বার থেকে ফোন করে এই রেকর্ডেড বার্তা শোনানো হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকে সাংবাদিককে ফোন করে একই ধরনের রেকর্ড করা অডিও বার্তা শোনানো হয়েছে বলে সাংবাদিকরা জানিয়েছেন। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের সংবাদ জগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিষয়টি নিয়ে সংবাদ জগতে হৈচৈ পড়ে যাওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে।।
অবশেষে রাজ্য সরকারের তরফে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়েছে। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন এই প্রসঙ্গে ভয় করার প্রশ্নই উঠে না। মুখ্যমন্ত্রীকে ধমকি দেওয়া হবে, ভয় দেখানো হবে এবং সবাই ভয় খেয়ে যাবেন সেটা হতে পারে না বলে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মন্ত্রী বলেন আমেরিকা বা অন্যান্য দেশে থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে নিজের ফোন নাম্বার লুকিয়ে অন্য নাম্বার দিয়ে ফোন করা এক কাপুরুষতা। যদি সাহস থাকে তাহলে ভারতে এসে কিম্বা অসমের জমিতে এসে এভাবে ধমকি দিয়ে দেখাক। তাহলে বোঝা যাবে তাদের কত সাহস রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একজন সচেতন ব্যক্তি। তিনি দেশের অখন্ডতা সার্বভৌমত্বের জন্য সর্বদা জাগ্রত রয়েছেন। ফলে এই ধরনের হুমকি ফোনের কোন মূল্য নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দিকটিও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা অধিক কঠোর করা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা।
অন্যদিকে এই ঘটনার গুরুত্ব অনুমান করে এক্ষেত্রে অসম পুলিশের এসপিএফ এ মামলা রজ্জু করার নির্দেশ দিয়েছেন ডিজিপি জিপি সিংহ। তিনি বলেন এসপিএফ এর ডিআইজিকে এই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রের বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থাগুলোকে এই বিষয়টি জানানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নিরাপত্তা নিযোজিত সুরক্ষা ব্যবস্থাকেও এই বিষয়টি অবগত করানো হয়েছে। এমনিতেই মুখ্যমন্ত্রীর সুরক্ষা ব্যবস্থা কোথাও রয়েছে। তারপরেও রাজ্যের প্রত্যেক পুলিশ সুপারকে এক্ষেত্রে অতিরিক্ত ভাবে নির্দেশ জারি করা হয়েছে বলে জানান তিনি। ডিজিপি জিপি সিংহ বলেন তিনি এনআএ থাকাকালীন খালিস্থানি জঙ্গি সংগ্রামের ক্ষেত্রে তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন। ২০১৯ সালে শিখ ফর জাস্টিস সংগঠনটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। তাছাড়া ২০২০ সালে এই সংগঠনের মূল কান্ডারী গুরপতয়ান সিংহ পান্নুকে ডেজিগনেটেড টেরোরিস্ট বলে ঘোষণা করেছে ভারত সরকার। ইতিমধ্যে এই জঙ্গি নেতার বিরুদ্ধে রজ্য করা হয়েছে বহু মামলা। তাছাড়া রজ্জু করা মামলা গুলোর ক্ষেত্রে চার্জশিট দাখিল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এদিকে শিখ ফর জাস্টিস সংগঠনটির তরফে বিভিন্ন দেশে খালিস্থানি আঃদোলন অব্যাহত রয়েছে। ফলে এই বিষয়টির উপর লক্ষ্য রেখে সাংবাদিকদের কাছে আসা অডিও বার্তার এই ফোনকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে অসম পুলিশ। তিনি বলেন দেশে বসবাসকারী শিখ সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তি দেশের অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব বিশ্বাসী। কিন্তু বাইরের একাংশ শিখ সম্প্রদায়ের প্রত্যেক ব্যক্তি ভারতে অস্থিরতা সৃষ্টি করার প্রয়াস করছে। তবে বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা এই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। এ ব্যক্তিরা যাতে ভারতে প্রবেশ করতে না পারে সেক্ষেত্রেও বিমানবন্দর তথা অন্যান্য স্থানে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ডিজিপি জিপি সিংহ।

ট্রেনে কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির

জলপাইগুড়ি ঃ ট্রেনে কাটা পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো এক ব্যক্তির। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি শহরের গোমস্তাপাড়া এলাকায়। হলদিবাড়ি থেকে শিলিগুড়িগামী ডিএমইউ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে কাটা পড়েন ওই ব্যক্তি। ঘটনার পর বেশ কিছুক্ষণ আটকে থাকে ট্রেন।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রেল লাইনের ধারে দীর্ঘক্ষণ ধরে ছিন্নভিন্ন দেহটি পড়ে ছিল। ঘটনার পর আশেপাশের মানুষ ছুটে আসেন সেখানে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান শেষে ট্রেন দাঁড় করিয়ে ট্রেনের চালক ও গার্ড মিলে মৃতদেহ সরিয়ে দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে জলপাইগুড়ি রেল পুলিশের কর্মীরা। মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় জানার চেষ্টা করছেন তারা। কিভাবে ওই ব্যক্তি ট্রেনে কাটা পড়ল তা খতিয়ে দেখছে রেল পুলিস। ঘটনা আত্মহত্যা না কি দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মাঠ পরিদর্শনে মেয়র

শিলিগুড়িঃ মঙ্গলবার ফের শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মাঠ পরিদর্শন করলেন মেয়র গৌতম দেব।প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারি মাসে শিলিগুড়ি কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানের পর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল মাঠ।প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগমকে। এরপরই মেয়র দায়িত্ব নেন এক মাসের মধ্যে মাঠ পুনরায় নতুন রূপে ফিরিয়ে আনা হবে।সেই অনুযায়ী কাজ শুরু হয়।বর্তমানে ধীরে ধীরে সবুজ হয়ে উঠছে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মাঠ।আজ ফের মাঠ পরিদর্শন করেন মেয়র।মাঠের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তিনি বলেন, এপ্রিল মাসে দুটো অনুষ্ঠান রয়েছে।তা হয়ে গেলে আর কোনোরকম অনুষ্ঠানের জন্য মাঠ দেওয়া হবে না।শুধুমাত্র খেলার জন্যই এই মাঠ ব্যবহার করা হবে।সরকারি বড় কোন অনুষ্ঠান থাকলে করা যেতে পারে তাছাড়া অন্য কোন বেসরকারি সংস্থার হাতে মাঠ দেওয়া হবে না বলে জানান মেয়র।

ভার্চুয়ালী আলিপুরদুয়ার জেলার ১৩৩ টি সড়কের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার ১৩৩ টি সড়কের মঙ্গলবার ভার্চুয়াল উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কালচিনি ব্লকের মালঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েতে মঙ্গলবার দুটি সড়ক নির্মাণের কাজ পথশ্রী প্রকল্পের উদ্বোধন হলো।এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুবি রজক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি যোশেফ কুজুর, তৃণমূল যুব জেলা সভাপতি রাজকমল ভগৎ, তৃণমূল ব্লক সভাপতি বীরেন্দ্র ওরাঁও সহ বিশিষ্টজনেরা।এদিন মালঙ্গী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তগর্ত দুটি সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়। নতুন সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা।আলিপুরদুয়ার ১ নম্বর ব্লকের বিবেকানন্দ ১নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এদিন আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের থেকে এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুরেন্দ্র কুমার মিনা, পুলিশ সুপার, জেলাপরিষদের সভাধিপতি সহ অন্যান্যরা।

নিশীথের গাড়িতে হামলার ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলো কলকাতা হাইকোর্ট

কোচবিহার ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের গাড়ির উপরে হামলার ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলো কলকাতা হাইকোর্ট।নির্দেশ দিতে গিয়ে প্রধান বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থেই এই সিবিআই এর হাতে তদন্ত ভার তুলে দেওয়া হলো। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দায়ের করা মামলায় এদিন এই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। অবিলম্বে তদন্তের যাবতীয় নথি সিবিআই এর হাতে তুলে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশও দিয়েছে হাইকোর্ট। কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছিল।গত ২৫শে ফেব্রুয়ারি কোচবিহারে নিশীথ প্রামাণিকের গাড়ির উপরে হামলার ঘটনা ঘটে।।কোচবিহারের দিনহাটায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর গাড়ির উপরে বাঁশ, লাঠি নিয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ভেঙে যায় মন্ত্রীর গাড়ির কাচ। ঘটনায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। নিশীথ প্রামাণিক হামলায় আহত হন বলে অভিযোগ করে বিজেপি। ঘটনায় দু পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হন।

বেলুড় মঠে এলেন রাষ্ট্রপতি

হাওড়া ঃ বেলুড় মঠ পরিদর্শনে এলেন দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতির সফর ঘিরে সকাল থেকেই হাওড়ায় আটোসাটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। হাওড়া সিটি পুলিশের নগরপাল সহ উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্তারা উপস্থিত রয়েছেন। রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এসপিজি'র অফিসাররাও উপস্থিত রয়েছেন। এদিন নির্ধারিত সময়ের কিছুটা আগেই বেলুড় মঠে প্রবেশ করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মূলত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দর্শনেই বেলুড় মঠে এসেছেন তিনি। তিনি এদিন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূল মন্দির, মা সারদা দেবীর মন্দির সহ স্বামীজি ও ব্রহ্মান্দজীর মন্দির পরিদর্শন করবেন। পাশাপাশি অধ্যক্ষ মহারাজের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করা সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। সকাল প্রায় সাড়ে ৯টা পর্যন্ত মঠেই থাকার কথা রাষ্ট্রপতির। এরপর কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন তিনি। রাষ্ট্রপতির বেলুড় মঠ সফরের আগেই বালি বেলুড় অঞ্চলে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বলয়ে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

উত্তর দিনাজপুরে ১২ হাজার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণে দুটি সড়ক পেয়েছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ রাজ্যজুড়ে ১২ হাজার কিলোমিটার রাস্তার শুভ উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী সিঙ্গুর থেকে এমনি বললেন জেলা সভাপতি কানাইয়ালা লাল আগরওয়াল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়র ভার্চুয়ালি এই সভা ইসলামপুর অজিত বাস কলোনিতেও মাঠ থেকে দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল গ্রাম পঞ্চায়েত। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মহাকুমা শাসক আব্দুল সাঈদ ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কানাইলাল আগারওয়াল ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান রিঙ্কু দাস সরকার ইসলামপুর মহকুমা প্রশাসনের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আরিকুল ইসলাম সহ বিভিন্ন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটরা আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান রিংকু দাস সরকার বলেন আমরা যথেষ্ট আনন্দিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় দুটি রাস্তার উদ্বোধন করেছেন। ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়া লাল আগরওয়াল তথা উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি কানাইলাল আগারওয়াল বলেন আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঙ্গেদ্যাপাধ্যায় সিঙ্গুর থেকে ১২০০০ কিলোমিটার রাস্তার শুভ উদ্বোধন করেন সেই রাস্তার টাকা সম্পূর্ণটাই রাজ্য সরকারের এর ফলে বেশ কিছু এলাকায় রাস্তার সমস্যা সমাধান হবে।

৭০ টাকা ব্যয়ে হবিবপুর ব্লকে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে

মালদা ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঙ্গেদ্যাপাধ্যায় আজ জেলার বিভিন্ন এলাকায় পথশ্রী রাস্তায় শুভ উদ্বোধন করবেন।সেই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার মালদহের হবিবপুর ব্লকের আকতৈল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এদিন নারকেল ফাটিয়ে ঐ অঞ্চলের দুই জায়গায় রাস্তায় শুভ উদ্বোধন করা হয়।আকতৈল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রথমে রাজারামপুর গ্রামে প্রায় ৭০ লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে হাজিপুর প্রাথমিক স্কুল থেকে ৯ মাইল ২.৫ কিমি পিচের রাস্তা ও অন্যটি ডঙকো মোড় থেকে আইহোডাঙা পর্যন্ত রাস্তার শুভ সূচনা করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা ভুগছিলেন ঐ এলাকার সাধারণ মানুষ।এই রাস্তা হওয়াতে খুশি সকলে। এদিন এই কর্মসূচি উপস্থিত ছিলেন আকতৈল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত সরকার সহ অন্যান্য কর্মীরা।

ডুয়ার্সকন্যার সামনে অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দেয় বিজেপির

আলিপুরদুয়ার ঃ চাকরি চুরি নিয়ে এবার আলিপুরদুয়ারে পথে নামল বিজেপি। রাজ্যের চাকরি চোরেদের জেলে পাঠানোর দাবিতে তথা দুর্নীতির বিরুদ্ধে এদিন জেলাশাসকের অফিস ডুয়ার্সকন্যার সামনে অবস্থান বিক্ষোভের ডাক দেয় বিজেপি।মিছিল করে বিজেপি নেতা কর্মীরা ডুয়ার্স কন্যার সামনে অবস্থানে বসেন।উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মনোজ টিজ্ঞা,বিধায়ক দীপক বর্মন সহ নেতা কর্মীরা।বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন ছিল। অবস্থানে বিজেপি র জেলা সভাপতি ভূষন মোদক বলেন,চোরের মায়ের বড় গলা।রাজ্যজুড়ে চাকরি, গরু, কয়লা চুরি হয়েছে। অভিযোগ করছেন কেন্দ্র টাকা দেয়না।কোন খরচের হিসেব নেই।নেতাদের পকেট ভরানোর জন্য টাকা দেওয়া হয়নি।৮ হাজার অযোগ্য প্রার্থী চাকরি পেয়েছে।রাজ্যে ডিএ দেওয়া হয়নি।রাজ্য পিছিয়ে আছে।পুরসভা স্কুলে নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে।এই জেলায় প্রশাসনের নাকের ডগায় অবৈধ বালি পাচার হচ্ছে।বে আইনি বালি পাচার হচ্ছে।এর প্রতিবাদে আমাদের বিক্ষোভ ও অবস্থান।এদিকে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ নিয়ে তৃনমূল নেতা সঞ্জীব ধর বলেন,বিজেপির কোন কাজ নেই।তাই ওরা এসব করছে।আমাদের দল দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নিচ্ছে।আমাদের দল এর সঙ্গে আপোষ করবেনা।আজ মুখ্যমন্ত্রী ১২ হাজার কিমি রাস্তার কাজের উদ্বোধন করছেন।ওদের এমপি কি কাজ করছে? তিনি এই প্রশ্ন তুলেছেন।

ব্রাউন সুগার বিক্রির অভিযোগে ২ মাদক পাচারকারী গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ বড়ো সাফল্য নক্সালবাড়ি পুলিশের। ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার ২ মাদক ব্যবসায়ী। নকশালবাড়ির সাতভাইয়া মোড়ে ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার হল ২ মাদক ব্যবসায়ী। পুলিশ সূত্রে খবর নকশালবাড়ির সাতভাইয়া এলাকায় মাদক বিক্রি করতে গিয়ে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা হল গোপী বর্মন ও নকুল কুমার সরকার। ধৃতরা পানিট্যাঙ্কি ও নকশালবাড়ির বাসিন্দা। ধৃতদের আজ শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে। ধৃতদের রিমান্ডে এনে ঘটনায় আরো কারা জড়িত তা তদন্তে নামবে পুলিশ। উদ্ধার মাদকের বাজারমূল্য প্রায় আড়াই লাখ টাকা বলে জানা গিয়েছে।

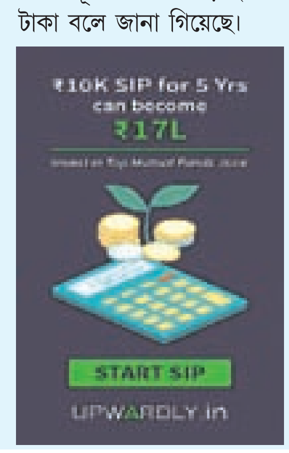

কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় রামনবমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হলো

আলিপুরদুয়ার ঃ জয়গাঁ হিন্দু জাগরণ সমিতির পক্ষ থেকে রামনবমী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়।বৃহস্পতিবার জয়গাঁ মঙ্গলাবাড়ি কৃষ্ণ মন্দির এলাকা থেকে শুরু হয় শোভাযাত্রা।রামের পুজো করেন জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গা প্রসাদ শর্মা।এরপর তৃণমুলের অন্যান্য নেতৃত্বরা এই মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন।মিছিলে পা মেলান হিন্দু জাগরণ সমিতির সদস্যরা।মিছিলটি জয়গাঁ শহরের বিভিন্ন প্রান্ত পরিক্রমা করে।এরপর সকলের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। অন্যদিকে কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া হাটখোলা এলাকা থেকে একটি শোভাযাত্রা বের হয়।রামনবমী উপলক্ষে এলাকার বাসিন্দারা এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে।

বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উদ্যোগে রামনবমীর উপলক্ষে ইংরেজবাজার শহর জুড়ে শোভাযাত্রা

মালদা ঃ বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ উদ্যোগে রামনবমীর উপলক্ষে ইংরেজবাজার শহর জুড়ে শোভাযাত্রা। বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটা ইংরেজবাজার শহরের রামকৃষ্ণ পল্লী ময়দানে। সেখান থেকে এই পদযাত্রা সকাল ১১ টায় শুরু হয়ে ৪২০ মোর , বি এস রোড , মুকদমপুর গৌউরোড, রাজমহল রোড রবীন্দ্র এভিনিউ পোস্ট অফিস মোর হয়ে শোভাযাত্রা সমাপ্তি হবে রামকৃষ্ণ মিশন রোড, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির সংলগ্ন মাঠ।এই শোভাযাত্রায় ছিলেন উত্তর মালদা বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু মালদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক গোপাল সাহা সহ আরো অন্যান্য নেতৃত্বরা

গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মাটিগাড়া থানা অন্তর্গত মায়াদেবী ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ

শিলিগুড়ি – গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মাটিগাড়া থানা অন্তর্গত মায়াদেবী ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ব্রাউন সুগার সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করল মাটিগাড়া থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে, মায়াদেবী ক্লাব সংলগ্ন এলাকা থেকে এই তিনজনকে ৩০১ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার করা হয়। তার মধ্যে দুজন পুরুষ এবং একজন মহিলা। ধৃতরা হল মহম্মদ সারফারাজ, সে ডালখোলার বাসিন্দা, দীপ্তি বর্মন, কোচবিহারের বাসিন্দা শ্যাম হাজদা। জানা গিয়েছে, গতকাল তারা যেই গাড়িতে ছিলেন সেই গাড়ির চালক শ্যাম। সারফারাজ ও দীপ্তি মাটিগাড়া থানার মায়াদেবী ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। ধৃত তিনজনকে আজ শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।

'বুথেবুথে হবে দুয়ারে সরকার,পথশ্রী প্রকল্পে দার্জিলিং জেলা পেল ৪৭টি রাস্তা' ঃ পাপিয়া ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃএখন থেকে বুথেবুথে হবে দুয়ারে সরকার।বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ।পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।গত ২৮ মার্চ সিঙ্গুর থেকে ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা অর্থ ব্যায়ে ২২ টি জেলায় মোট ১২হাজার কিলোমিটার রাস্তার শিলান্যাস করা হয়েছে।এর মধ্যে দাজিলিং জেলা পেয়েছে মোট ৪৭টি রাস্তা।বৃহস্পতিবার তৃনমূলের দলীয় দপ্তরে একটি সাংবাদিক বৈঠক করা হয়।সেখানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব,তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ,ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ অন্যান্যরা।পাপিয়া ঘোষ বলেন, পথশ্রী প্রকল্পের সমস্ত অর্থ রাজ্য সরকার ব্যায় করছে।কেন্দ্রের কোনও সহযোগিতা নেই।এছাড়াও রাজ্য সরকারের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, মানুষের সুবিদার্থে দুয়ারে সরকারকে বুথে বুথে সংগঠিত করা হবে।যাতে সাধারন মানুষ তাদের অভাব অভিযোগের কথা আরোও সহজ ভাবে জানাতে পারেন।

ফের বার্মাটিক কার্ড উদ্ধার করল বৈকুন্ঠপুর বন বিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জের বন কর্মীরা

শিলিগুড়ি – ফের বার্মাটিক কার্ড উদ্ধার করল বৈকুন্ঠপুর বন বিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জের বন কর্মীরা। শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফাটাপুকুর এলাকায় গোপন যুদ্ধের খবর পেয়ে বালাকোবা রেঞ্জের বন কর্মীরা অভিযান চালিয়ে আটক করে একটি কংঃটেনার। সেই কনটেনার এর ভেতরেই তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের বার্মাটিক কাঠ। গ্রেফতার করা হয় দুজনকে। এই কাঠ গুলি মায়ানমার আসাম হয়ে কলকাতার উদ্দেশ্য পাচার হচ্ছিল বলে জানা গেছে।

সারা ভারত জুড়ে উৎসবের মেজাজে পালিত হল রাম নবমী মহোৎসব

শিলিগুড়ি – সারা ভারত জুড়ে উৎসবের মেজাজে পালিত হল রাম নবমী মহোৎসব।শ্রী রাম চন্দ্রের জন্ম দিবস হিসেবে পালিত হয় এই বিশেষ দিন। রামনবমী উপলক্ষে বৃহস্পিবার শহর শিলিগুড়ি জুড়ে পালিত হচ্ছে রাম নবমী। শহর জুড়ে প্রায় ৮১টি ট্যাবেলো বের করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।প্রশাসন সূত্রে জানা যায় শহরের মূল প্রধান রাস্তাগুলি জংশন,এয়ার ভিউ মোড় , সেবক রোড, পানিট্যাংকি হয়ে বিধান রোড আবার হাসমিচক হয়ে বর্ধমান রোড হয়ে হিন্দি হাই স্কুল চত্বরে শোভাযাত্রা শেষ হবে।এদিন বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে শোভা যাত্রার জনজোয়ার কে জল প্রদান এবং জুস প্রদান করা হয়। অন্যদিকে শহরের ট্রাফিক পুলিশের তৎপরতায় যানজট মুক্ত করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন পুলিশ প্রশাসন। যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেজন্য মোতায়ন করা হয়েছিল বিশাল পুলিশ বাহিনী।

রাতের অন্ধকারে পঞ্চায়েত অফিস থেকে ফাইল লোপাট করার অভিযোগে তৃণমূল এবং সিপিএম সংঘর্ষ

মালদাঃ রাতের অন্ধকারে পঞ্চায়েত অফিস থেকে ফাইল লোপাট করার অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে উঠল হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা। সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ল তৃণমূল এবং সিপিএম সমর্থকেরা।ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে।তৃনমূলের আক্রমনে রক্তাক্ত এক DYFI কর্মী।হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।জানা যায়,এদিন রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বাপি বিশ্বাস, পঞ্চায়েত এক্সিকিউটিভ বিপ্লব চক্রবর্তী ও পঞ্চায়েত সহায়ক দীপঙ্কর প্রামানিক তিন সরকারি কর্মচারী পঞ্চায়েত অফিস থেকে ১০০ দিন প্রকল্পের ফাইল লোপাট করার চেষ্টা করার জন্য রাতে পঞ্চায়েত খুলে ছিলেন।ওই সময় দুই DYFI কর্মী ও এক পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চায়েতের পাশ দিয়ে বাড়ি যাওয়ার পথে পঞ্চায়েতের গেট খোলা দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ায় এবং পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বাপি বিশ্বাস তাদেরকে দেখে গেটে তালা মেরে পালানোর চেষ্টা করেন। এতেই তাদের সন্দেহ হয়।তারা পঞ্চায়েত সেক্রেটারির নাম,পরিচয় ও রাতে পঞ্চায়েত খোলার কারণ জানতে চাইলে সে কোনো কিছুর উত্তর না দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ।এরপরই আড়ালে থাকা তৃণমূলের কর্মীরা তাদের উপরে হামলা চালায়।তৃনমূলের হামলায় জখম হয় DYFI কর্মী মহম্মদ ইরফান। তাদের দুটি বাইক ভেঙে দেওয়া হয়।এই নিয়ে দুই পক্ষই হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি ও বামেরা

কোচবিহার ঃ বাম আমলে চাকরি নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। এনিয়ে মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হয় বিজেপি ও বামেরা। বিরোধীরা রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের বিরুদ্ধে চাকরিজীবী থেকে শুরু করে নানা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরেন। উত্তরবঙ্গ উন্নতি কেউ নানা হবে কাঠগড়ায় দাঁড় করান। আর এর পরেই দিনহাটায় সাংবাদিক বৈঠক করে বিরোধীদেরকে কড়া ভাষায় হুঁশিয়ারি দিলেন মন্ত্রীপুত্র সায়ন্তন গুহ। তিনি উল্লেখ করেন উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে কেউ যদি দুর্নীতির কথা বলেন, যদি প্রমাণ হাতে নিয়ে বলতে না পারে অথবা প্রমাণ করতে না পারে তাহলে তাদের সাথে কোর্টে দেখা হবে। দিনহাটার সুভাষ ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে বিরোধীদের এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন মন্ত্রী পুত্র সায়ন্তন গুহ। এ দিন সাংবাদিক বৈঠকে সায়ন্তন উল্লেখ করেন, যারা যারা উদয়ন গুহর বিরুদ্ধে সার ও বীজ কেলেঙ্কারির কথা বলেছেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা পরিবারের তরফ থেকে কোন আইনি পদক্ষেপ নেইনি। এখন থেকে তারা যদি উদয়নের বিরুদ্ধে দুর্নীতির কথা বলেন প্রমাণ হাতে নিয়ে বলবেন। যদি প্রমাণ দেখাতে না পারেন তাহলে তাদের সাথে কোর্টে দেখা হবে। মন্ত্রী পুত্র সায়ন্তনের হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি ও বাম নেতৃত্ব।

রামনবমী উপলক্ষে জলপাইগুড়ি শহরে বিশাল র‍্যালি বের করল রাম ভক্তরা

জলপাইগুড়ি ঃ রামনবমী উপলক্ষে জলপাইগুড়ি শহরে বিশাল র‍্যালি বের করল রাম ভক্তরা। অসংখ্য মানুষ অংশগ্রহণ করে এই র‍্যালিতে। গোটা জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করে রামভক্তদের এই র‍্যালি।শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে জয় শ্রীরাম শ্লোগান তোলা হয় । এই ধ্বনিতে এদিন মুখরিত হয় গোটা জলপাইগুড়ি শহর। ভগবান শ্রীরামের বিশাল ছবি সহ ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন রাম ভক্তরা জলপাইগুড়ির রাম নবমী উদযাপন কমিটির ব্যানারে এই শোভাযাত্রার আয়োজন করা এই হয়। শোভাযাত্রায় অংশ নেন বিজেপি সমর্থকরাও।রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমান সাজানো হয়েছে ছোট ছোট শিশুদের। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন মহিলা বাজনা বাদকরা। বাজনার তালে রামভক্তরা আনন্দে নৃত্য করেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হলো রাম নবমী মিছিল

কোচবিহার ঃ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে আজ কোচবিহার শহরে অনুষ্ঠিত হলো রাম নবমী মিছিল। কোচবিহার শহরের রাসমেলা ময়দান এলাকা থেকে এই মিছিল শুরু হয় এবং কোচবিহার শহর পরিক্রমা করে। এদিনের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাম নবমীর মিছিলে অংশগ্রহণ করেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে, নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মিহির গোস্বামী, তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা মালতি রাভা রায়।

র‍্যালির মাধ্যমে স্বচ্ছতা উৎসব পালন ইংরেজবাজার পৌরসভার

মালদা ঃ র‍্যালির মাধ্যমে স্বচ্ছতা উৎসব পালন ইংরেজবাজার পৌরসভার। বৃহস্পতিবার সকাল আটটা নাগাদ ইংরেজবাজার পৌরসভার সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের করা হয়। সারা শহর পরিক্রমা করে র‍্যালি শেষ হয় মালদা শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে। উপস্থিত ছিলেন, ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান সুমালা আগারওয়ালা, কাউন্সিলর দুলাল সরকার, চৈতালি ঘোষ সরকার, শুভময় বসু সহ অন্যান্য কাউন্সিলর ও আধিকারিকরা।এছাড়াও বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও অংশ নেন র‍্যালিতে। শহর প্লাস্টিক মুক্ত ও আবর্জনা মুক্ত রাখার বার্তা নিয়ে ইংরেজবাজার পৌরসভার পক্ষ থেকে স্বচ্ছতা উৎসব পালন করা হয়। কাউন্সিলর ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা মোমবাতি জ্বালিয়ে শপথ নেন পোস্ট অফিস মোড়ে।শহর পরিষ্কার রাখার আবেদন জানিয়ে র‍্যালির মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা হয় বলে জানান ইংরেজি বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান।

তিলে তিলে জমানো পরিশ্রমের টাকা জমা রেখেছিলেন ব্যাঙ্কে।হঠাৎ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ১৩ হাজার টাকা

মালদাঃ তিলে তিলে জমানো পরিশ্রমের টাকা জমা রেখেছিলেন ব্যাঙ্কে।হঠাৎ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ১৩ হাজার টাকা।সাইবার ক্রাইম পুলিশের দ্বারস্থ যুবক।ব্যাঙ্কে গ্রাহকদের টাকা জমা রাখার নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।এই নিয়ে ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের মধ্যে শুরু হয়েছে আতঙ্ক।জানা যায় ভুক্তভোগী ওই ব্যাঙ্ক গ্রাহকের নাম ওয়াশিম আক্তার(২৭),বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংরুয়া গ্রামে।এতগুলো টাকা ব্যাঙ্ক থেকে উধাও হয়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন সে।ভুক্তভোগী ব্যাঙ্ক গ্রাহক ওয়াশিম আক্তার জানান,হরিশ্চন্দ্রপুর থানার তুলসীহাটা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ও বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্কের শাখায় তার একটি করে অ্যাকাউন্ট রয়েছে।অভিযোগ,গত ৩ মার্চ রাত সাড়ে ১০ টা নাগাদ বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক শাখার অ্যাকাউন্ট থেকে ৩ হাজার টাকা ও ১৭ মার্চ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ১০ হাজার টাকা কেউ বা কারা তুলে নিয়েছে। মোবাইলে দেওয়া মেসেজ নিয়ে সে ওই দুই শাখার ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের কাছে তথ্য জানতে ছুটে জান।ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ম্যানেজার নিসান্ত ভাসকার ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিয়ে সাহায্য করলেও বঙ্গীয় গ্রামীন বিকাশ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার সুবীর মুখার্জী ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিতে প্রথম দিকে অস্বীকার করে।এরপরেই ব্যাঙ্ক গ্রাহক ওয়াশিম হরিশ্চন্দ্রপুর থানা ও মালদা সাইবার ক্রাইম পুলিশের দ্বারস্থ হন।ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের দেওয়া স্টেটমেন্টে দেখা যাচ্ছে বিহার রাজ্যের কাটিহার জেলার মহম্মদ ইমতিয়াজ নামে এক ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা গেছে।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

রেটিং ৭৬, অনেক পিছনে বাইডেন সুনাক! বিশ্বের সব থেকে জনপ্রিয় নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

কলকাতা ঃ ফের একবার বিশ্বের জনপ্রিয় নেতার স্বীকৃতি পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এব্যাপারে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাককে পিছনে ফেলেছেন। বিশ্বের নেতাদের সম্পর্কে খবর করা গ্লোবাল ডিসিশন ইন্টেলিজেন্স ফার্ম মর্নিং কনসাল্ট বিশ্ব নেতাদের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করেছে। তালিকার শুরুতে কারা মর্নিং কনসাল্টের দেওয়া তথ্য অনুসারে, এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রেটচিং ৭৬ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডর। ৪১ শতাংশ রেটিং'এ ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একেবারে শেষে রয়েছেন কারা ২২ জন নেতার তালিকায় সর্বশেষে রয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক'ইওল। তাঁর রেটিং ১৯ শতাংশ। শেষ তিনটি স্থানের মধ্যে রয়েছেন চেক প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী পেত্র ফিয়ালা এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। কীভাবে সমীক্ষা এই সমীক্ষা

অর্থাৎ রেটিং চালানো হয়েছে প্রতিটি দেশের প্রাপ্ত বয়স্ক বাসিন্দাদের সাতদিনের গড়ের ওপরে ভিত্তি করে। এছাড়াও এই সমীক্ষা বয়স, লিঙ্গ, অঞ্চল, শিক্ষাসহ বিভিন্ন তথ্যের ওপরে নির্ভর করে। উত্তরদাতারা নিজের দেশের নিজের ভাষায় সমীক্ষায় অংশ নেন। মর্নিং কনসাল্ট জানিয়েছে, পুরো বিষয়টিই করা হয়েছে অনলাইনে। সব থেকে প্রিয় ও প্রশংসিত নেতা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল টুইটারে খবরটি শেয়ার করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী সব থেকে প্রিয় এবং প্রশংসিত নেতা। সেখানে তিনি সমীক্ষার বিষয়টিও উল্লেখ করেছে। সমীক্ষাকারী সংস্থা মর্নিং কনসাল্টের তরফে বলা হয়েছে, এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে ২২-২৮ মার্চের মধ্যে। সেই সময় সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতেই তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

চন্দ্রকোনা থেকে তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক! লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির আসন সংখ্যা, ৪ নিশ্চিত আসনের নাম শুভেন্দুর মুখে

কলকাতা ঃ সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই নির্বাচনের প্রস্তুতির সঙ্গে রাজ্য থেকে তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। এদিন তিনি চন্দ্রকোণার সভা থেকে বলেন, সিপিআইএম আরও কঠিন ছিল। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নন্দীগ্রামে হারানোর পরে এবার তাঁকে প্রাক্তন করার কাজ বাকি রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শুভেন্দু। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পরে তৃণমূলের পার্টি অফিস খুলিয়েছিলেন এদিন চন্দ্রকোনার সভায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ১৮ টি আসন দখল করার পরেই তৃণমূলের সব ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। তিনিই পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর এবং জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অংশে তৃণমূলের পার্টি অফিস খুলিয়েছিলেন সেই সময়। মমতাকে প্রাক্তন করা বাকি শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেন, ২০২০তে বিজেপিতে যোগদানের পরে সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা তাঁকে নন্দীগ্রাম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারনোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এরপর সমবেত জনগণের কাছে তিনি প্রশ্ন করেন, সেই কাজ তিনি পেরেছেন, কি পারেননি। উত্তর আসে পেরেছেন। এরপর তিনি বলেন, এবার মমতাকে প্রাক্তন করার কাজ বাকি রয়েছে। তৃণমূলকে উৎখাতের ডাক এদিন চন্দ্রকোণার মঞ্চে উঠার সময় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নো ভোট টু মমতা লেখা জামা পড়ে নেন। তিনি মঞ্চ থেকে বলেন, তৃণমূল মানেই চোর। উপড়ে ফেলতে হবে, কেউ রুখতে পারবে না। মঞ্চ থেকে তিনি আওয়াজ তোলেন পিসি চোর ভাইপো চোর, তৃণমূলের সবাই চোর। দাঙ্গাবাজ মমতাই শুভেন্দু অধিকারী এদিন অভিযোগ করেছেন, রাজ্যে দাঙ্গাবাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই।

রেডরোডের ধর্না মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাঙ্গার ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল এই দাঙ্গার পিছনে রয়েছে বলে অভিযোগ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, সেই কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে দূরে থাকতে হবে। লোকসভায় ২৫-এর বেশি আসন পাবে বিজেপি এদিনের সভায় শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল রাজ্য থেকে ২৫-এর বেশি আসন পাবে। তিনি আরও দাবি করেন, চারটি আসনের নিশ্চয়তা তিনি এখনই দিচ্ছেন। তার মধ্যে রয়েছে এই মুহূর্তে তৃণমূলের দেবের দখলে থাকা ঘাটাল, তৃণমূলের অপরূপা পোদ্দারের দখলে থাকা আরামবাগ, শিশির অধিকারীর দখলে থাকা কাঁথি এবং দিব্যেন্দু অধিকারীর দখলে থাকা তমলুক। বিজেপিকে দেখা বাকি শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যে চাকরিতে দুর্নীতি প্রসঙ্গে বলেন, সিপিআইএম-এর ৩৪ বছরের জমানায় চিরকূটে চাকরি হয়েছে। সেখানে যোগ্যদের বঞ্চনা করে হয়েছিল। আর তৃণমূলের জমানায় চাকরি বিক্রি করা হয়েছে, যোগ্যদের বঞ্চিত করা হয়েছে। সেখানে রাজ্যের মানুষ বিজেপির শাসন দেখেনি। বিরোধী দলনেতা রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকার গড়ার ডাকও দেন এদিনের সভা থেকে।

বিরাট কোহলি কলকাতায় আসার আগে বিধ্বংসী ফর্মে! আইপিএলে আরসিবি চূর্ণ করল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে

কলকাতা ঃ বর্তমান আর প্রাক্তন অধিনায়কের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে চূর্ণ করল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। আজ বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন আইপিএলের সফলতম দলের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলি ও ফাফ দু প্লেসির ওপেনিং জুটিতেই উঠল ১৪৮ রান। ১৭২ রানের টার্গেটে আরসিবি পৌঁছে গেল ২ উইকেট হারিয়েই। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার ছাড়াই জয় আরসিবি চলতি আইপিএলে প্রথম দল যাদের ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নামাতে হলো না। রান তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ছিলেন বিরাট ও ফাফ। ৫.৩ ওভারে চলে আসে ৫০ রান। পাওয়ারপ্লের ৬ ওভারে আরসিবি কোনও উইকেট না হারিয়ে ৫৩ রান সংগ্রহ করে। স্ট্র্যাটেজিক টাইম আউটে ৯ ওভারে স্কোর ছিল বিনা উইকেটে ৮০। আরসিবি অধিনায়ক ফাফ ২৯ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। ওপেনিং জুটিতে বাজিমাত বিরাট ও ফাফ শতরানের পার্টনারশিপ গড়তে নিলেন ৬৩ বল। বিরাট কোহলি অর্ধশতরান পূর্ণ করেন ৩৮ বলে। আরসিবির প্রথম উইকেটের জন্য মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে অপেক্ষা করতে হয় ১৫তম ওভার পর্যন্ত। ফাফ দু প্লেসি পাঁচটি চার ও ৬টি ছয়ের সাহায্যে ৪৩ বলে ৭৩ রান করে আউট হন। ফ্যান্টাস্টিক ফাফ ফাফ এদিন ম্যাচের সেরা হন। দলের ১৪৮ রানের মাথায় আরসিবি অধিনায়ক সাজঘরে ফেরেন আরশাদ খানের শিকার হয়ে। ১৫.৩ ওভারে ১৪৯ রানে পড়ে দ্বিতীয় উইকেট। ৩ বলে কোনও রান না করে ক্যামেরন গ্রিনের শিকার দীনেশ কার্তিক। ১৬.২ ওভারে বিরাট কোহলির ছক্কাতেই এলো আরসিবির জয়। ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে কলকাতায় আসছে আরসিবি। কিং কোহলি বিধ্বংসী ফর্মে বৃহস্পতিবার তাদের পরবর্তী ম্যাচ ইডেনে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে। ৬টি চার ও ৫টি ছয়ের সাহায্যে কিং কোহলি অপরাজিত থাকলেন ৪৯ বলে ৮২ রান করে। ২টি ছক্কা হাঁকিয়ে ৩ বলে ১২ রান করে অপরাজিত থাকলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। আরসিবি যেভাবে এদিন জয় ছিনিয়ে নিল তাতে হোম গ্রাউন্ডেও নাইটরা ফেভারিট নয়। তৃপ্তির জয় বিরাট কোহলি ম্যাচের শেষে বলেন, এত বছর পর ঘরের মাঠে ফিরে এমন জয়ের থেকে ভালো কিছু হয় না। রান তাড়া করার সময় ফাফ আক্রমণাত্মক ব্যাটিং শুরু করেন। আমিও তাঁর সঙ্গে যোগ দিই। নেট রান রেট ভালো জায়গায় রাখতে অনেক বল হাতে থাকতে ম্যাচ জেতা লক্ষ্য ছিল। সেটা হয়েছে। আমরা এদিন বোলিংও ভালো করেছি। শেষের দিকে কয়েকটি ওভারে অবশ্য পরিকল্পনামাফিক হয়নি তিলক বর্মা ভালো ব্যাটিং করায়। চ্যাম্পিয়ন হতে চান ধাপে ধাপে বিরাট কোহলি আইপিএলের আগেই ধাপে ধাপে শতরানের খরা মিটিয়েছেন। অনেকেই আশাবাদী ২০১৬ সালের আইপিএলের মতোই ছন্দে দেখা যাবে কোহলিকে। সেই ইঙ্গিত দিলেন। বিরাট বলেন, নতুন বলেও আক্রমণের রাস্তা বেছে নিয়েছিলাম। সব ভালোভাবেই এগিয়েছে। মুম্বই পাঁচবার, চেন্নাই চারবার আইপিএল জিতেছে। আমরা সবচেয়ে বেশিবার প্লে অফ খেলেছি। ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই চলি। সেরা ভারসাম্যের দল নামিয়ে ফোকাস থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। পরিকল্পনা যথাযথ করেই এগোতে হবে। মুম্বইয়ের হয়ে উজ্জ্বল তিলক মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এদিন টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৭১ রান তুলেছিল। তিলক বর্মা ৯টি চার ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৬ বলে ৮৪ রান করে অপরাজিত থাকেন। কর্ণ শর্মা ৪ ওভারে ৩২ রান দিয়ে ২টি উইকেট পান। কর্ণের প্রশংসা করেছেন কোহলি। গত বছর কর্ণ ম্যাচ খেলার সুযোগ না পেলেও সব সময় প্রস্তুত ছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটেও ভালো পারফর্ম করেছেন বলে মন্তব্য কোহলির। ঘুরে দাঁড়াতে আশাবাদী হিটম্যান মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে টানা চারবার হারাল আরসিবি। রোহিত শর্মা বলেন, আমাদের শুরুটা ভালো হলো না। তিলক শেষ অবধি থেকে ভালো খেলেছেন। কিন্তু বোলাররা ভালো বোলিং করতে পারেননি। ব্যাটিংও ভালো হয়নি। পিচ ভালোই ছিল। তিলক বেশ কিছু সাহসী শট খেলেছেন। তিলকের জন্য ওই স্কোরে পৌঁছতে পারি। তবে আমরা ভালো ব্যাটিং করে ৩০-৪০ রান আরও তুলতে পারলে ভালো হতো। জসপ্রীত বুমরাহর অনুপস্থিতি নিয়ে রোহিত বলেন, বিগত কয়েক মাস ধরে বুমরাহকে ছাড়াই খেলছি। তবে এই দলে ভালো খেলার মতো ক্রিকেটাররা আছেন। মরশুমের প্রথম ম্যাচে এই হার নিয়ে এখনই প্যানিক বোতাম চাপছেন না হিটম্যান।

থমথমে রিষড়া, হাওড়া হুগলি ডালখোলার ঘটনার রিপোর্ট তলব হাইকোর্টের

কলকাতা ঃ রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে এখনও অশান্ত রিষড়া। জারি রয়েছে ১৪৪ ধারা। ইতিমধ্যেই রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজ্যের একাধিক জায়গায় অশান্তির ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ৫ এপ্রিলের মধ্যে হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। সেই সঙ্গে সিসি ক্যামেরার ফুটেজও জমা দিতে বলেছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। থমথমে রিষড়া গতকাল রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল হুগলির রিষড়া। সেখানে উত্তেজনা ছড়াতেই পুলিশ কড়া পদক্ষেপ করে। ঘটনাস্থলে রাতেই গিয়েছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সেখানকার মানুষদের আস্বস্ত করেন। এবং পুলিশকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেন। গতকাল রাত থেকেই রিষড়ায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইন্টারনেট পরিষেবাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আজও সকাল থেকে থমথমে হয়ে রয়েছে রিষড়া। পুলিশি টহল চলছে দফায় দফায়। রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে তোলপাড় গোটা রাজ্য। হাওড়ার শিবপুর, উত্তরবঙ্গের ইসলামপুরের কাছে ডালখোলা আবার হুগলির রিষড়ায় রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনা নিয়ে মামলা হয়েছে হাইকোর্টে। এবার রাজ্য সরকারের কাছে এই তিন জায়গার অশান্তির ঘটনা নিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। ৫ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট দিতে হবে। সেই সঙ্গে সিসিটিভি ফুটেজ এবং ভিডিও ফুটেজও জমা দিতে বলা হয়েছে। হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। এনআইএ তদন্তের দাবিতে মামলা হাওড়ার শিবপুরের ঘটনা নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি ঘটনার এনআইএ তদন্ত দাবি করে হাইকোর্টে মামলা করেছেন। রাজ্যের বিরোধী দলনেতার অভিযোগ এই ঘটনায় রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির হাত রয়েছে। এনআইএ কে দিয়ে তদন্ত করলেই আসল চক্রান্ত বেরিয়ে আসবে বলে দাবি করেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাবনবমীর মিছিলের কারণে এই অশান্তি মানতে নারাজ তিনি। এদিকে শাসক দলের পক্ষ থেকে বারবার দাবি করা হয়েছে বিজেপি অস্ত্র নিয়ে মিছিল করে প্ররোচনা দিয়েছে। তার জেরেই এই অশান্তি। অমিত শাহের ফোন শিবপুরের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যপালকে ফোন করেন। এবং গোটা ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পুলিশ প্রশাসন যাতে কড়া পদক্ষেপ করে তার ব্যবস্থা নিতে বলেন তিনি। বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকেও ফোন করেছিলেন তিনি। গতকাল অর্থাৎ রবিবার শিবপুরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু পুলিশ তাকে সেখানে যেতে বাধা দেয়। ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে বলে তাঁতে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় দাম কমল সোনা ও রুপোর, আজ কত যাচ্ছে দুই ধাতুর দাম

কলকাতা ঃ সোনা ও রুপো উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে যায়, ররিবার পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলিতে (ওপেক) ৫ শতাংশ করে বেড়েছে তেলের দাম। যেই কারণে নিম্নমুখী হচ্ছে রুপোর দাম। মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জের থেকে জানা গেছে, সপ্তাহের প্রথম দিন, সোমবার সোনার দাম নিম্নমুখী, ২৪ ক্যারেটের ১০ গ্রামের সোনার দাম আজ দাঁড়িয়েছে ৫৯,০৬০ টাকা। আন্তর্জাতিক স্পট বাজারেও নিম্নমুখী হলুদ ধাতু, ০.৯০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। আজ প্রতি আউন্স সোনার দাম ১ হাজার ৯৫০ মার্কিন ডলার হয়েছে। প্রতি আউন্স সোনা ও রুপোর দাম কত দাঁড়িয়েছে সোনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাম কমেছে রুপোরও। ০.৯৫ শতাংশ দাম কমেছে রুপোর। রুপোলি গয়নার দামও অনেকটাই কমেছে। প্রতি কেজিতে রুপোর দাম নিম্নমুখী হয়েছে। সোমবার বাজার খোলার পর হুহু করে কমতে থাকে রুপোর দাম। সোনার মতো আন্তর্জাতিক বাজারে রুপোর দামও অনেকটাই কমেছে। আজ ২ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে। সোমবার প্রতি আউন্স রুপোর দাম দাড়িয়েছে ২৩.৫৮ মার্কিন ডলার। সোনা বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, সোনা ও রুপো একে অপরের সঙ্গে তাল মিলিয়েই চলে। আজ আউন্স সোনা ও রুপোর মার্কিন ডলার কম থাকার জন্য দাম নিম্নমুখী হয়েছে এই দুই ধাতুর। ওপেক দেশগুলিতে তেল উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার কারণে বেশ উদ্বেগ বাড়ছে। মূল্যস্ফীতি উদ্বেগ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮০ থেকে ৯০ ডলার থাকলে অর্থনৈতিকভাবে বাজার এত মন্দা যেত না। অনুজ গুপ্ত কী জানালেন আইআইএফএল সিকিউরিটিজের ভাইজ প্রেসিডেন্ট অনুজ গুপ্ত জানিয়েছেন, আজ সোনা ও রুপোর দাম কমেছে। আমেরিকান ডলারে ক্রমশ স্বস্তি মিলছে। ডলারের সূচক ১০২ স্তরে ফেরার কারণে দাম কমছে সোনা ও রুপোর। তবে ওপেক প্লাস দেশগুলিতে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে। অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৮০ থেকে ৯০ ডলার থাকলে অর্থনৈতিকভাবে বাজার এত মন্দা যেত না। এতে কিন্তু ঘাটতিও অনেকটাই কমবে। আয়ত্তের মধ্যেই থাকতো সোনা ও রুপোর দাম। সোমবার সোনার দাম প্রতি আউন্স সোনা ও রুপোর দাম ১ হাজার ৯৪৫ মার্কিন ডলার থেকে ১ হাজার ৯৮০ মার্কিন ডলার রয়েছে। প্রতি আউন্স রুপোর দাম ২২ মার্কিন ডলার থেকে ২৪ মার্কিন ডলারের মধ্যে রয়েছে। কী জানালেন বাজার বিশেষজ্ঞ এই বিষয়ে বাজার বিশেষজ্ঞ সুগন্ধা সচদেবা বলেন, প্রতি আউন্স সোনার দাম ২ হাজার মার্কিন ডলার হলে তা কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। যেখানে ১০ গ্রামের দাম ৬০ হাজার ৬০০ টাকা রয়ে গেছে। আজ কিছুটা নিম্নমুখী। তবে আগামী দিনে সোনা বিক্রি করতে খানিকটা চাপের মুখে পরতে হবে সোনা ব্যবসায়ীদের। কারণ সোনার দাম ঘোরাফেরা করতে পারে ৫৮ হাজার টাকা থেকে ৫৬ হাজার ৭০০ টাকার মধ্যে।

সম্পাদকীয়

দুরানি ছিলেন সে যুগের সুপারস্টার

প্রয়াত হলেন প্রথম আফগান বংশোদ্ভূত হিসেবে টেস্ট খেলা সেলিম দুরানি। ছয়ের দশকে খেলার মাঠে মেয়েদের হার্টথ্রব হয়ে ওঠা দুরানি এক কথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন সে যুগের সুপারস্টার। ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসের পাতায় রয়েছে দুরানির বর্ণময় জীবন। আক্রমণাত্মক ব্যাটার হিসেবে বিখ্যাত দুরানি টেস্টে ৫০ ইনিংসে ১৮টি ছয় মারেন যা সেই যুগে দুর্লভ ছিল। বলা হয়, দর্শকরা ছয় মারার দাবি জানালেই তিনি মাঠে তাণ্ডব শুরু করতেন। কিন্তু এই ব্যাটিংয়ের প্রতিফলন গোটা কেরিয়ারে দেখা যায় না। টেস্টে মাত্র ২৫.০৪ গড়ে ১২০২ রান খুব ভালো উদাহরণ নয় আজকের হিসেবে। তবে প্রথম শ্রেণির খেলায় তাঁর রেকর্ড ৮৫৪৫ রান ও ৪৮৪ উইকেট। কথিত আছে ১৯৬৩-৬৪ সালে এমসিসি'র ভারত সফরের সময় পাঁচটি টেস্টেই খেলতে নামা সেলিম দুরানি নাকি না বলে অফিস থেকে ছুটি নেন এবং পরে অসুস্থতার অজুহাতে অনুপস্থিত বলে ছুটির দরখাস্ত করেন। ক্রিকেটার হিসেবে প্রথম অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত সেলিম পারভিন বাবির সঙ্গে 'চরিত্র' ছবিতে অভিনয় ও করেছেন।

১৯৫৩ সালে সৌরাষ্ট্রের হয়ে রঞ্জি খেলতে নামেন চারটে টেস্ট ক্রিকেটার খেলানো গুজরাটের বিরুদ্ধে। নেমেই শতরান করা দুরানি আর সুযোগ পাননি। পরের বার গুজরাটের হয়ে খেলে অবশেষে ১৯৫৬৫৭ মরশুমে থিতু হন রাজস্থানে। ১৯৫৯৬০ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট খেলা শুরু করলেও তাঁর আসল রূপ দেখা যায় ১৯৬১৬২ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে। প্রথম টেস্টে ব্রেবোর্নে ব্যাট হাতে ৭১, ইডেনের চতুর্থ টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৪৩ ও ম্যাচে বল হাতে ৮ উইকেট, শেষ টেস্টে মাদ্রাজে (বর্তমানে চেন্নাই) বল হাতে ম্যাচে ১০ উইকেট তাঁকে স্মরণীয় করে দেয় এক নিমেষে। ১৯৬২ সালের এপ্রিলে ভারত যখন ক্যারিবিয়ান সফরে তখন লড়াইকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যান তিনি। অধিনায়ক কন্ট্রাক্টর প্রায় মৃত্যু মুখ থেকে ফিরেছেন, কিন্তু দলে ফেরেননি। ২১ বছর বয়সি অধিনায়ক পতৌদি। এমন অবস্থায় পোর্ট অফ স্পেনের চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ৪৪৪ তাড়া করে অনেক কষ্টে ১৯৭ করে ভারত ফলো অন করে। পিঠের ব্যথা নিয়ে উমড়িগর ৫৬ করেন। ফলো অন ইনিংসে দিলীপ সরদেশাই জ্বরের কারণে ওপেন করলেন না। নামলেন জয়সীমা। কোনও অজ্ঞাত কারণে তিনি পিটিয়ে খেলতে গিয়ে নিজের ১৫, দলীয় ১৯ রানের মাথায় স্টেয়ার্সের বলে কট বিহাইন্ড হন। এ বার এক অদ্ভুত জুয়া খেললেন পতৌদি। নামালেন দুরানিকে। যিনি আসলে নামেন ৯ নম্বরে। দুরানি নেমে সংহার শুরু করলেন। গিবস, স্টেয়ার্স, সোবার্স কেউ বাদ যাচ্ছেন না। স্টেয়ার্সকে এক ওভারে তিনটে চার মারলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বোলাররা অবাক। দেখতে দেখতে ভারত ৫০, ১০০, ১৫০ পেরোলো। সেই প্রথম সেই সিরিজে টেস্টে কোনও উইকেটে ভারত ১০০ রান করলো। ৬২ রান করে হলের বলে বোল্ড হলেন দুরানি। ভারত তখন ১৬৩। দ্বিতীয় উইকেটে ১৩৬ মিনিটে ১৪৪ রান ওঠে। পরের দিন দলীয় ২২১ রানের মাথায় ১০৪ করে দুরানি আউট হন। এরপরে উমড়িগর যা করেন তার গল্প অন্য দিন। ১৯৭৩এ তাঁকে বাদ দেওয়া নিয়ে আওয়াজ ওঠে 'নো দুরানি নো টেস্ট।'

নির্মাণকাজ দ্রুত ও সস্তা করতে রোবটের ব্যবহার

শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থানের চাহিদাও বাড়ছে। ভবিষ্যতে দ্রুত ও সস্তায় নির্মাণ সম্ভব করতে নানা ধরনের রোবট হাত লাগাবে।

তবে শ্রমিকরা উদ্বৃত্ত হবেন না, তাদের অন্য কাজে লাগানো হবে। নির্মাণ ক্ষেত্রে রোবট বিপ্লব আনতে চলেছে। ফলে নির্মাণের কাজ আরও সস্তা হয়ে উঠতে পারে। যেমন একটি রোবট নির্মাণের সাইটে গিয়ে গোটা পরিবেশ স্ক্যান করে। কোনো রোবট আবার লিফটের শ্যাফটে ঢুকে স্বাধীনভাবে কাজ করে।

মিলিটাডেস স্মিট
প্রাবন্ধিক

শিন্ডলার কোম্পানির উর্স প্যুন্টেনার বলেন, ''প্রচলিত পদ্ধতিতে ড্রিলের তুলনায় আমরা এই প্রণালীর দৌলতে অনেক দ্রুত কাজ করতে পারি।''

কিন্তু প্রশ্ন হলো, সে ক্ষেত্রে শ্রমিকদের কী হবে? বিশেষ করে এমন সহজ অথচ কঠিন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ অদূর ভবিষ্যতে রোবটের হাতে চলে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

সুইজারল্যান্ডে ইতোমধ্যেই সেটা শুরু হয়ে গেছে। রোবট খাঁচার কাঠামোয় কাজ করছে। শেষ কয়েকটি পরীক্ষার পর এমন রোবট বাজারে আনা হবে। একেবারে নতুন ধরনের এই রোবট সঠিক মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করবে। ডেভেলপার হিসেবে আমার মিরইয়ান বলেন, ''আমাদের প্রক্রিয়ায় রোবট কাঠামোর উপর চাপ সৃষ্টি করে কনট্যাক্ট ওয়েল্ডিং করবে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে লোড সেল দিয়ে এক ধরনের ফোর্স অ্যালগোরিদম চলে, যা নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায়। মানুষের তুলনায় দ্রুত বা

ভালো কাজ করা একেবারেই মূল উদ্দেশ্য নয়। ফর্ম বা আকার স্থির করার ক্ষেত্রে নমনীয় ভাবে প্রয়োজন মেটানোই আসল কথা।''

রাইজ নামের রোবট দুবাই শহরে প্রথম কাজ শুরু করেছে। উঁচু অট্টালিকায় সেটি লিফটের শ্যাফট বা গহ্বরে ফিটারের কাজ করছে। রোবট জানে কোন ড্রিলিং মেশিন ব্যবহার করা উচিত। উর্স প্যুন্টেনার বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন, ''রোবট একটি কনফিগারেশন ফাইল পায়, যার মধ্যে নির্দিষ্ট সেই গহ্বরে কাজের জন্য প্রোগ্রামিং সংক্রান্ত তথ্য থাকে। রোবটকে ডাইমেনশন বা আয়তন চিনতে হবে, কোথায় ক'টা গর্ত করতে হবে, সেটাও জানতে হবে।''

এত সুবিধা সত্ত্বেও আপাতত হাতে গোনা কয়েকটি রোবট বিক্রি করা হচ্ছে। গোটা বিশ্বে নির্মাণ ক্ষেত্র বেশ রক্ষণশীল। নতুন কিছু চালু করা মোটেই সহজ নয়। প্যুন্টেনার মনে করেন, এই প্রক্রিয়া ধীর হলেও অগ্রগতি ঘটছে।''

এমন প্রবণতা থামিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বাজারে প্রতিনিয়ত নতুন সহায়ক প্রযুক্তি আসছে। যেমন সিলিংয়ে ড্রিলিং-এর ব্যবস্থা। যান্ত্রিক কুকুরও কাজে লাগানো হচ্ছে। রোবটের মাধ্যমে নির্মাণ কাজ আরও সস্তা ও দ্রুত হয়ে উঠছে। কারণ আরও বেশি অংশ আগেই কারখানায় প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে। ম্যাককিনসি কোম্পানির ইয়ান মিশকে বলেন, ''কার্যকলাপ বদলে যাবে, তবে চাকরি উধাও হয়ে যাবে না। চাহিদা এতই বেশি যে তা পূরণ করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ এমন একটা সন্ধিক্ষণ এসেছে, যেখানে একদিকে ব্যয় কমানোর সুযোগ রয়েছে, অন্যদিকে নির্মাণক্ষেত্রের শ্রমিকদের রোবটদের সঙ্গে সমান্তরালভাবে কাজ দেওয়ায়ও সম্ভব। সত্যি বলতে কি, কারখানায় উৎপাদনের আরও আরামদায়ক কাজ করানো যেতে পারে।''

রোবট কুকুর এখনো প্রোটোটাইপ পর্যায়ে রয়েছে। সেটি লেজার দিয়ে নির্মাণের সাইট স্ক্যান করে কতটা কাজ হয়েছে, কোথায় ফাঁকি মারা হয়েছে, সে সব নথিভুক্ত করতে পারে। রোবোডগের দাম অনেকটা বড় গাড়ির সমান। তবে নির্মাণ কোম্পানিগুলির মতে, সেই অর্থ দ্রুত উঠে আসবে। যেমন নিরাপত্তার একটি বেড়ার অভাব চিহ্নিত করে রোবোডগ সতর্ক করে দিলে ক্ষতি এড়ানো যাবে। আরেকটি সুবিধা হলো মানুষের মতো রোবটের শিফটের শেষে ছুটির প্রয়োজন নেই।

নির্বাচনে হার ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর

কিছুদিনের মধ্যেই ন্যাটোয় আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেবে ফিনল্যান্ড। তার ঠিক আগে হেরে গেলেন ফিনল্যান্ডের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট প্রধানমন্ত্রী। এতদিন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ফিনল্যান্ডের শাসক দল ছিল। মাত্র ৩৪ বছরে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন সান্না মারিন। কিন্তু দ্বিতীয়বার গদিতে ফেরা হলো না তার। সোমবার সকাল পর্যন্ত ফিনল্যান্ডের ভোটের যে ফলাফল মিলেছে, তাতে সান্নার দল তৃতীয় স্থানে আছে। তবে বিজয়ী দলের সঙ্গে তাদের ভোটের তফাত খুব বেশি নয়। সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে সেন্টার রাইট ন্যাশনাল কোয়ালিশন। দ্বিতীয় স্থানে দক্ষিণপন্থি ফিনস পার্টি। ন্যাশনাল কোয়ালিশন পেয়েছে ২০ দশমিক আট শতাংশ ভোট। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটেরা পেয়েছে ১৯ দশমিক নয় শতাংশ ভোট। আর দ্বিতীয় স্থানে থাকা ফিনস পার্টি পেয়েছে ২০ দশমিক এক শতাংশ ভোট।

কোনো দলই সেই অর্থে সরকার গঠনের জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি। ফিনল্যান্ডে উপস্থিত ডিডাব্লিউয়ের প্রতিনিধি জানিয়েছেন, খাতায় কলমে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে জোট করে সরকার গঠন করতে পারে ন্যাশনাল কোয়ালিশন। কিন্তু ভোটের আগে একাধিক বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছিল। সেই বিষয়গুলিকে সামনে রেখেই ভোট হয়েছে। ফলে ভোটের পর এই দুই দলের পক্ষে জোটতৈরি করে সরকার গঠন করা মুশকিল। তবে অপেক্ষাকৃত কম ভোট পাওয়া আরো বেশ কয়েকটি ছোট ছোট দলকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠন করতে পারে ন্যাশনাল কোয়ালিশন। যদিও তাদের পক্ষ থেকে এখনো তেমন কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হয়নি। শাসক দলের প্রধানমন্ত্রী অবশ্য হার স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। তিনি হার মেনে নিচ্ছেন। বস্তুত, তার হাত ধরেই ফিনল্যান্ড ন্যাটোয় যোগ দিতে চলেছে। রাশিয়া ইউক্রেন আক্রমণের পর ফিনল্যান্ডের আইনসভা ন্যাটোয় যোগ দেওয়ার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়। ৩০ সদস্যের ন্যাটোয় ফিনল্যান্ডের সঙ্গে সুইডেনও যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করে। বস্তুত, ফিনল্যান্ডের সঙ্গে রাশিয়ার প্রায় তেরশ কিলোমিটার সীমান্ত। সে কারণেই তারা এত মরিয়া হয়ে উঠেছে। সুইডেন এখনো সব দেশের থেকে সবুজ সংকেত না পেলেও সম্প্রতি তুরস্কের ভোট পেয়ে ফিনল্যান্ড এখন ন্যাটোয় যোগ দেওয়ার জন্য তৈরি। এর আগে মাত্র ৩৪ বছর বয়সে রেকর্ড তৈরি করে ফিনল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন সান্না মারিন। এবছর দ্বিতীয় দফায় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য লড়ছিলেন তিনি। প্রচারে একাধিকবার ন্যাটোর প্রসঙ্গ তুলেছেন তিনি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তার ন্যাটো প্রস্তাব ফিনল্যান্ডের মানুষের উপর ততটা প্রভাব ফেলেনি বলেই মনে করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, ভয়াবহ লেবার বা মজুরের অভাবই এমন ফলাফলের কারণ।

সাময়িকী

মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে অসমের সংস্কৃতি শেখার আহ্বান দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়ালের

ডাবল ইঞ্জিন নয়, অসমে কেজরিয়ালের ডিজিটাল ইঞ্জিনের সরকার গঠনের আহ্বান পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগমন্ত মানের

সব্যসাচী শর্মা
কলামিস্ট

অসম সফরে এসেই মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে আক্রাত্মক হয়ে উঠলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়াল। তিনি বলেন গত দুদিন ধরে তার বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী। তবে তাকে রাজ্যের মানুষ থেকে অসমের সংস্কৃতি শেখার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি দিল্লিতে তার বাড়িতে এসে চা পান করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতি আহ্বান জানিয়ে রাজ্যে এসে ব্যাপক ভাবে দলের নির্বাচন মুখী প্রচার করেছেন অরবিন্দ কেজরিয়াল। তার সঙ্গে আসা পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগমন্ত মান বিজেপির কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে ডাবল ইঞ্জিনের সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেন। তিনি বলেছেন বর্তমান পরিস্থিতিতে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রযোজন নেই। বরং অরবিন্দ কেজরিয়ালের নতুন ডিজিটাল ইঞ্জিনের প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। অবশেষে সর্বপ্রথম বারের জন্য অসমে এলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়াল। তবে কেজরিয়াল একা নন সঙ্গে তিনি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগমন্ত মানকে রাজ্যে নিয়ে এসেছেন। মূলত আম আদমি পার্টির কর্মকর্তার সংকল্প সভায় অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে নিয়ে দিল্লি এবং পাঞ্জাবের দুই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে এসেছেন বলে দলের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে । তবে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে দলের জমি শক্ত করার স্বার্থেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বের এই অসম সফর বলে অনুমান করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। উল্লেখ্য গুয়াহাটি মহানগরের ভরলুমুখ স্থিত সোনারাম বিদ্যালয় ময়দানে রবিবার আম আদমি পার্টির অসম রাজ্য কমিটির তরফে কর্মকর্তাদের সংকল্প সভার আযোজন করা হয়েছিল। এই সভায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে দুপুর দুটা নাগাদ চার্টার্ড প্লেনের মাধ্যমে মহানগরের লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়াল এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগমন্ত মান। গুয়াহাটি বিমানবন্দরে দলের রাজ্য কমিটির তরফে দুই মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কিছুটা মত বিনিময় করার পর আম আদমি পার্টির দুই নেতা সরাসরি মহানগরের সোনারাম বিদ্যালয় ময়দানে আযোজিত সংকল্প সভায় অংশগ্রহণ করেন। আপনি কেনে আছে অসমীয়া ভাষায় এক লাইন বলে নিজের ভাষণ শুরু করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়াল। তাছাড়া তিনি শুরুতে মা কামাখ্যার কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি জ্যোতিপ্রসাদ আগারওয়ালা, বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, ভূপেন হাজারিকার নাম উচ্চারণ করে তাদের নমন করেছেন। তিনি বলেন ২০১৬ সালে অসমে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একইভাবে ২০১৫ সালে দিল্লির ক্ষমতায় এসেছিল আম আদমি পার্টি। এরপর গত সাত বছর ধরে আম আদমি পার্টি সরকার দিল্লিকে সম্পূর্ণ রূপে পরিবর্তন করে দিয়েছে। কিন্তু অসমে 'হিমন্ত বাবু' কি করেছেন সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে কেজরিয়াল বলেন তিনি শুধু নোংরা রাজনীতি করেছেন। এমনকি গত দুইদিন ধরে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তাকে ধমকি দিয়েছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অসমে এলে তাকে জেলে পুরে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তিনি কি আতংবাদি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে অরবিন্দ কেজরিয়াল বলেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেছেন অথচ তারমধ্যে সংস্কৃতি নেই। ফলে রাজ্যের মানুষ থেকে অসমের সংস্কৃতি শেখার জন্য অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে আহ্বান জানিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লি এসে তার বাড়িতে চা এবং জল পান করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। কেজরিয়াল বলেন তিনি স্বয়ং অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে গাড়িতে বসিয়ে দিল্লি ঘোরাবেন এবং দিল্লির বিদ্যালয়ের হাসপাতাল দেখাবেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিয়াল বলেন ভগবান অসমকে সবকিছু দিয়েছে। জল পাহাড় নদী ব্রহ্মপুত্র সবুজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কয়লা মিনারেল আবহাওয়া ইত্যাদি রাজ্যে সব থাকলেও অসমের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো রাজ্যের সম্পদ নষ্ট করে দিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে অসমে ৫২ বছর কংগ্রেসের শাসন ছিল। এরপর ১০ বছর অসম গণপরিষদ এবং গত সাত বছর ধরে বিজেপির সরকার রয়েছে। রাজ্যবাসী রাজনৈতিক দলগুলোকে উজাড় করে ভোট দিয়েছেন, প্রত্যেক দলকে সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু এই দলগুলো অসমে শুধুমাত্র লুণ্ঠন করেছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন অসমে ভয়াবহ ভাবে বেকার সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া এই রাজ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। দিল্লি তথা পাঞ্জাবে আজ পর্যন্ত প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোন ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়নি। সাধারণ প্রশ্নপত্র ফাঁস করা প্রতি প্রতিরোধ করতে না পারলে বিজেপি সরকার কিভাবে চালাবে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন তিনি। কেজরিওয়াল বলেন তিনি দিল্লিতে ১২ লক্ষ যুবকদের চাকরি দিয়েছেন। অথচ অসমের যা অবস্থা সেক্ষেত্রে প্রত্যেককে চাকরি দিতে ১০০ বছর লাগবে বলে মন্তব্য করেছন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। অরবিন্দ কেজরিওয়াল মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্ত্রীর ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ের বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন যে রাজ্যে বিধায়ক এবং নেতাদের তথা পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগত স্কুল থাকবে সেই রাজ্যে সরকারি বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কোনদিনও সম্ভব নয়। অথচ দিল্লির ব্যক্তিগত স্কুল থেকে সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গেছেন অভিভাবকরা। শুধুমাত্র সরকারি বিদ্যালয় নয় দিল্লিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে। অসমে আম আদমি পার্টির সরকার গঠন হলে এই রাজ্যে ২৪ ঘঃটা সরবরাহ থাকা একইভাবে বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। তাছাড়া এক বছরের মধ্যে প্রত্যেক বাড়িতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। অসমে থাকা কয়লা মাফিয়া সুপারি সিন্ডিকেটের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন আম আদমি পার্টি সরকার এলে এই মাফিয়া রাজত্ব শেষ করে দেওয়া হবে। অসমে বহু কোটি টাকার বাজেট রয়েছে, তাছাড়া বহু কোটি টাকার ঋণ নিয়েছে সরকার। কিন্তু রাজ্যে যেহেতু কোন ধরনের উন্নয়নের কাজ হয়নি তাহলে সেই টাকা কোথায় গেল সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। এক্ষেত্রে তিনি অসমের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা চরম অবহেলায় থাকার কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি দুর্নীতি নির্মূল করা এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি উত্থাপন করে দলীয় কার্যকর্তাদের সঙ্গে মনের সংযোগ স্থাপন করার প্রচেষ্টা করেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। একই সভায় এর আগে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগমন্ত মান বলেন বিজেপি ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কথা উল্লেখ করে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রযোজনীয়তা নেই। বর্তমান নতুন ডিজিটাল ইঞ্জিনের যুগ। ফলে কেজরিওয়ালের ডিজিটাল ইঞ্জিন সরকার অসাধ্য সাধন করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন গত এক বছর থেকে পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টির সরকার ব্যাপক কাজ করেছে। ৬০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। ফলে রাজ্যের ৮০ শতাংশ ব্যক্তিদের বাড়িতে শূন্য বিদ্যুতের বিল আসছে। তাছাড়া গতকালই তিনি ১৩২০ টি নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন। গত এক বছরে সর্বমোট ২৮৪৭২ যুবকযুবতীদের চাকরি দেওয়া হয়েছে। পাঞ্জাবে দিল্লির থেকেও বেশি ৫০৩ টি মহল্লা ক্লিনিক শুরু করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তাছাড়া পাঞ্জাবের আটটি টোল গেট প্লাজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগমন্ত মান বলেন দিল্লি সরকারের মডেল অনুযায়ী পাঞ্জাব সরকার কাজ করে সুফল পেয়েছে। দিল্লির শিক্ষা ব্যবস্থা নিজের চোখে দেখে এর প্রশংসা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের স্ত্রী। অথচ কেন্দ্রের মোদি সরকার মনিষ সিশোদিয়াকে কারাগারে বন্দি করে দিয়েছেন। একইভাবে যখন দিল্লির স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রশংসা হচ্ছে তখনই সত্যেন্দ্র জৈনকে কারাগারে বন্দি করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। তিনি বলেন দিল্লিতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর বিজেপি অথবা কংগ্রেসের সরকার নির্বাচিত হওয়ার পরে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে। একইভাবে পাঞ্জাবেও বিজেপি আকালি দল এবং কংগ্রেস পাঁচ বছর অন্তরে ক্ষমতায় এসে শুধুমাত্র ভ্রষ্টাচারে মগ্ন ছিল। দুর্নীতি তথা ভ্রষ্টাচারের সমস্যা ভয়াবহ। যেহেতু দিল্লি এবং সারা দেশের মতো অসমেরও একই সমস্যা রয়েছে ফলে অসমে একবার অন্তত আম আদমি পার্টিকে সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগমন্ত মান।

জানা অজানা

ভুল ধরাই কিছু লোকের কাজ,ওতেই ওদের আনন্দ

সুনীল কুমার দে

আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে যাদের কাজ ই হলো অপরের ভুল ধরা,নিন্দা করা,সমালোচনা করা ও বদনাম করা,ওতেই তাদের আনন্দ।আমি নিজের ছাড়া সমাজের জন্য ও মানুষের জন্য কিছু করবো না কিন্তু তুমি করলে তোমার পিছনে লাগবো,তোমার ভুল ধরবো,তোমার নিন্দা ও বদনাম করবো,সমালোচনা করবো যাতে তুমি ময়দান ছেড়ে পালিয়ে যাও,বিরক্ত হয়ে বসে যাও, ভালো কাজ করার আর সাহস না পাও।ওদের ওতেই আনন্দ।গোবর পোকা যেমন গোবরে থাকতেই আনন্দ পায়,ফুল বাগানে রেখে দিলে মারা যায় তেমনি নিন্দুকে লোক ভালো কাজে থাকে না ও ভালো লোকের সাথে মেলামেশা করে না।ভালো জায়গায় তারা যায় না গেলেও বেশিক্ষন থাকতে পারে না।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব তাই বলতেন,,জটিলা কুটিলা না থাকলে লীলা পোস্টাই হয় না।তাই সমাজে নিন্দা করার ও ভুল দেখার কিছু লোক থাকবেই।থাকার ও প্রয়োজন আছে।তাই সমাজে ভালো কাজ করতে গেলে নিন্দা,অপযশ,বদনাম নেওয়ার জন্য তৈরি থাকতে হবে মানসিক ভাবে।ভেঙে পড়লে চলবে না।আপনার ভালো কাজের প্রশাংসা সবাই কোনোদিন করবে না।আপনি কোনোদিন সবার প্রিয় হতে পারবেন না,সবাই কে খুশি করতে পারবেন না,ভগবান ও পারেন নি।কিছু লোক আপনার পিছনে লাগবেই,আপনার বদনাম করবেই,আপনার দোষ দেখবেই কারন ওতেই ওদের আনন্দ।

রামনবমীর মিছিল ঘিরে উত্তেজনা বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে

বিহারের কয়েকটি অঞ্চলে এবং পশ্চিমবঙ্গের দুইটি জেলায় রামনবমীর মিছিল ঘিরে সহিংসতা। পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে।

রামনবমীর দিন প্রথম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায়। অভিযোগ, মিছিলকারীদের সঙ্গে প্রথমে বচসা পরে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে আরো কিছু জনতা। উত্তেজনা এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যে, পুলিশের গাড়ি পর্যন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে হুগলির রিষড়ায়। হওড়ার শিবপুরে। অন্যদিকে বিহারে খোদ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের এলাকায় সংঘর্ষ হয়েছে। এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার ছিল রামনবমী। ওই দিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মিছিল বার হয়। পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় মিছিল হয়েছে। সর্বত্রই মিছিলের সঙ্গে ছিল পুলিশ এবং দাঙ্গা প্রতিরোধের পুলিশ। তা সত্ত্বেও হাওড়ার ঘটনা আটকানো যায়নি। পরে হাওড়ার শিবপুরেও সহিংসতার ঘটনা ঘটে। একদিন পরে হুগলির রিষড়াতেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে এই সমস্ত অঞ্চলেই ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে। কোনো কোনো এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক। তবে বিভিন্ন এলাকায় এখনো চাপা উত্তেজনা আছে।

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট থেকে জানানো হয়েছে, ''এলাকায় পুলিশ রুট মার্চ করছে। ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সোমবার সকাল পর্যন্ত রিষড়ায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে।''

রিষড়ার ঘটনার জন্য পুলিশ এখনো পর্যন্ত ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে পুলিশ সূত্র জানিয়েছে। আরো কিছু ব্যক্তিকে খোঁজা হচ্ছে। অন্যদিকে হাওড়ার ঘটনাতেও বেশ কিছু দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

গোটা ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি বলেছেন, 'দাঙ্গাবাজরা কখনোই গণতন্ত্রকে হারাতে পারবে না।' দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতৃত্ব ঘটনার এএনআই তদন্ত দাবি করেছে। বিহারের বিহার শরিফ এবং নালন্দা অঞ্চলেও একই ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে। সাসারাম, বিহার শরিফ, এবং নালন্দা অঞ্চলে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। একাধিকবার এই সমস্ত অঞ্চলে সংঘর্ষ হয়েছে। নালন্দায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভা ছিল। সংঘর্ষের জন্য তা শেষ মুহূর্তে বাতিল করা হয়। বিহার পুলিশ সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছে, ঘটনায় বেশ কিছু বাড়ি আগুনে পুড়ে গেছে। বহু মানুষ আহত হয়েছেন। দুইজন পুলিশও আহত হয়েছেন। পুলিশের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল নবীনচন্দ্র ঝা, জেলা শাসক ধর্মেন্দ্র কুমার, এলাকার এসপি বিনীত কুমার সকলেই রুট মার্চে অংশ নিয়েছেন। পরিস্থিতি আপাতত অনেকটাই স্বাভাবিক বলে জানিয়েছে বিহারের প্রশাসন। বস্তুত, বিহার শরিফ অঞ্চলটি মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর এলাকায় কী করে এত সংঘর্ষ হচ্ছে, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে।

পাঠকের চিঠি

রেশন ব্যাবস্থায় অফলাইন চিপ কার্ড চালু হোক

কেন্দ্র সরকারের আদেশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি মুক্ত রেশন বিতরণ ব্যাবস্থা চালু করতে, রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ড লিংক করিয়েছেন । ফলে সঠিক উপভোক্তা সঠিক রেশন পাওয়াতে সুবিধা হয়েছে । পরিবারের একজন সদস্য তার আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে বা মোবাইলের ও.টি.পি দিয়ে তার পরিবারের রেশন সামগ্রী তুলতে পারেন । রেশনে আধার লিঙ্কের কারণে এক জনের রেশন অপরজন তুলে নেওয়ার জালিয়াতিও কমেছে । তবুও কিছু সমস্যা লেগেই থাকছে রেশন তোলা নিয়ে । প্রত্যেক মানুষই এই সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন । যেমন রেশন তুলতে গিয়ে প্রায় ই্পস মেসিনের সার্ভার ডাউন থাকে কিংবা মেশিন স্লো কাজ করে (ই্পস মেশিনের সার্ভার ডাউন থাকা বা মেশিন স্লো কাজ করার কারণ অনলাইন সংযোগে মেশিনের অতিরিক্ত ব্যাবহার) ফলে মানুষকে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় । অনেক সময় সার্ভার প্রবলেমের জন্য বা অন্য কারণে অনেকের আঙ্গুলের ছাপ মিলতে অসুবিধা হয় এবং দেখা যায় মোবাইল কাছে না থাকায় বা রেশন কার্ডে মোবাইল লিংক না থাকায় রেশন সামগ্রী না পেয়ে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর নিরাশ হয়ে উপভোক্তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হয় । সমাজের অনেক বয়স্ক মানুষ আছেন যাঁদের পরিবারে কেউ নেই বা পরিবারের অন্য সদস্যরা কাজে কর্মে বাইরে থাকার কারণে সেই বয়স্ক মানুষটিকেই লাইন দিয়ে রেশন তুলতে হয় । এই সমস্ত সমস্যাগুলি দূর করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রেশন কার্ডের অফলাইন চিপ কার্ড ব্যবহার করা দরকার । এই অফলাইন চিপ কার্ডটি হবে অবিকল আধুনিক এটিএম কার্ডের মত চিপ বিশিষ্ট । এই চিপ কার্ডের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের যতজন সদস্য থাকবেন সেই সদস্যগুলো কে চিপ কার্ডের মধ্যে লোড করে দিতে হবে । আর এই চিপ কার্ড দেওয়ার সময় উপভোক্তার ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ও.টি.প এর মাধ্যমে তাঁর রেশন পরিবারের সদস্যের রেশন কার্ডের বিবরণ চিপ কার্ডের মধ্যে লোড করতে হবে যাতে কোনো দালাল প্রকৃতির ব্যক্তি নিজের বলে অন্যের কার্ড হাতিয়ে নিতে না পারেন । এবং সেই কার্ডটি পরিবারের যেকোনো একজন সদস্যের হাতে দিয়ে দিতে হবে রেজিস্টারে সই করিয়ে নিয়ে । এছাড়াও ওই কার্ডটির সুরক্ষার জন্য অবিকল এ.টি.এম কার্ডের মতই ওই কার্ডটিতেও পিনকোড সেট করা থাকতে হবে । ওই চিপ কার্ড ব্যবহার করার জন্য রেশন দোকান গুলিতেও চিপ অ্যাক্সিস ই্পস মেশিন ব্যবহার করতে হবে এবং ওই ই্পস মেশিনগুলি হতে হবে অনলাইন ও অফলাইন মোড বিশিষ্ট । কারণ রেশন দোকানে রেশন সামগ্রী দেওয়ার সময় এই মেশিনটি অফলাইন মুডে ব্যবহার করে রেশন দিতে হবে, অনলাইনের কারণে বারবার সার্ভার ডাউন ও মেশিন স্লো হওয়ার সমস্যা এড়ানোর জন্য । যে ক্রেতা রেশন সামগ্রী নিতে চান তিনি অফলাইন ই্পস মেশিন এই চিপ কার্ড ও পিন কোড দিয়ে যাতে সামগ্রী তুলতে পারেন সে ব্যাবস্থা রাখতে হবে । সারাদিনে ক্রেতাদের দেওয়া রেশনের বিবরণ অফলাইন ই্পস মেশিনের মধ্যেই জমা রাখতে হবে এবং দিন শেষে রেশন ডিলারকে ই্পস মেশিন অনলাইন কানেক্ট করে সারাদিনের রেশন দেওয়ার বিবরণ অনলাইন আপলোড করে দিতে হবে । অফলাইন চিপ কার্ড ও ই্পস মেশিন ব্যবহার করে রেশন সামগ্রী দিলে অল্প সময়ে তাড়াতাড়ি রেশন সামগ্রী দেওয়া সম্ভব হবে, ক্রেতাদের অতিরিক্ত সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, এছাড়াও বয়স্ক মানুষেরা তাদের বিশ্বস্ত কোনো মানুষের হাতে কার্ডটি দিয়ে এবং কার্ডের গোপন কোড বলে দিয়ে তার রেশন সামগ্রী তুলে নিতে পারবেন । অনেক পরিবারের মহিলা যারা নিরুপায় হয়ে রেশন দোকানে লাইন দিতে বাধ্য হচ্ছেন তাদেরও অনেকাংশেই সুবিধা হবে । তাই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সুবিধার্থে রেশন দোকানে অফলাইন চিপ কার্ড চালু করলে সকল মানুষই উপকৃত হবেন । এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর সঠিক সিদ্ধান্ত নিলে সকলের ভালো হয় ।

মহম্মদ ওয়াশিম, কাজীপাড়া, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মাধ্যমিকের সংশাপত্র অনলাইন সংশোধনের ব্যাবস্থা করা হোক

মহম্মদ ওয়াশিম

বীরভূমঃ শিক্ষা লাভই হলো সুন্দর এবং সুস্থ পরিবেশ গড়ার মূল চাবিকাঠি । বর্তমান যুগে অধিকাংশ মানুষই শিক্ষার দিকে খুব জোর দিচ্ছেন । এছাড়াও প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে যাতে ন্যূনতম মাধ্যমিক পাস করানো যায় সেদিকে সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। অবশেষে মাধ্যমিকের এডমিট কার্ড ও শংসাপত্রই হয়ে ওঠে আমাদের জন্মের প্রমাণপত্র হিসেবে এক বিশেষ নথি । অনেকক্ষেত্রে মাধ্যমিকের রেজিস্ট্রেশন চলাকালীন রেজিস্ট্রেশন ফর্মে ছাত্রছাত্রীদের নাম, বাবার নাম, বয়স ইত্যাদি ভুল হয়ে থাকে । রেজিস্ট্রেশনের পরেও যদি ভুল ধরা পড়ে অনেক ক্ষেত্রে অনেক স্কুলের শিক্ষকরা দায়িত্ব নিয়ে সেটা সংশোধন করে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন । অনেক সময় ভুল ধরা পড়ার সত্বেও শিক্ষকরা এড়িয়ে যান অথবা ছাত্রছাত্রীরা তাদের গার্জেনদের ওপরে নথি সংশোধনের দায়িত্ব দিয়ে দেন । শুধু যে রেজিস্ট্রেশন চলাকালীন ভুলেই শংসাপত্র সংশোধন করতে হয় তা' নয় অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণবশত বিভিন্ন মানুষের মাধ্যমিকের শংসাপত্র সংশোধনের প্রয়োজন হয়ে থাকে । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের অতিরিক্ত কড়া নিয়মের কারণে যেকোনো মানুষই মাধ্যমিকে নথিপত্র সংশোধন করতে হিমশিম খেয়ে যান । এতো বশি হিমশিম খাওয়ার মূল কারণ হলো ‑ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের দ্বারা চাওয়া প্রাইমারি ও হাইস্কুলের অ্যাডমিশন রেজিস্ট্রারের প্রত্যয়িত নকল যার উপর স্কুল হেডমাস্টারের, স্কুল ইনস্পেক্টরের ও ডিসট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অফ স্কুল এর স্বাক্ষর ও সিল করা থাকতে হবে । স্কুল শিক্ষকদের দ্বারা স্কুল রেজিস্ট্রারের প্রত্যয়িত নকল করে সই, সিল করে দেওয়া সম্ভব হলেও । সেটির উপর স্কুল ইনস্পেক্টর ও ডিসট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অফ স্কুল এর সই করাতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় জনসাধারণকে । কারণ স্কুল ইনস্পেক্টর এবং ডিসট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অফ স্কুল অরিজিনাল রেজিস্টার না দেখে সই করতে চান না । সেজন্যই রেজিস্টারের প্রত্যয়িত নকলের ওপর স্কুল ইনস্পেক্টর ও ডিসট্রিক্ট ইনস্পেক্টর অফ স্কুল এর সই করানোর দায়িত্ব থেকে যায় স্কুল শিক্ষকদের ওপরেই । আর ওই রেজিস্টারে সই করানোর সময় হয়ে ওঠে না স্কুল শিক্ষকদের । যে কারণে মাধ্যমিকের শংসাপত্রগুলি সংশোধন করার জন্য সংশোধনকারী ব্যক্তিকে একটা লম্বা সময় ব্যয় করতে হয় সংশোধন প্রক্রিয়ার জন্য । এছাড়াও রেজিস্টারের সমস্যা সমাধান হলেও আবেদনকারীকে নথিপত্র সংশোধনের জন্য ছুটে যেতে হয় সংশ্লিষ্ট রিজিওনাল অফিস, সংশোধনী প্রক্রিয়া চালু করার জন্য নথিপত্র জমা দিতে । তারপর শুরু হয় অপেক্ষা ও সংশোধনের স্থিতি জানার পালা । এভাবেই অপেক্ষা করতে করতে কেটে যায় দীর্ঘ একটা সময় । তাই যাতে কোনো জনসাধারণ কিংবা কোন স্টুডেন্ট আগামীতে মাধ্যমিকের নথিপত্র সংশোধন করতে হয়রানীর শিকার না হন সেদিকে খেয়াল রেখে মাধ্যমিকের নথিপত্র সংশোধনের জন্য অনলাইন প্রক্রিয়াকরণ চালু করা একান্তই দরকার । এই প্রক্রিয়াকরণ এমন ভাবে করতে হবে যাতে স্কুল রেজিস্টার চাওয়ার গল্প না থাকে । রেজিস্ট্রার চাইলেও সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষকে অতিসত্বর পোর্টালে আপলোড করতে হবে । মাধ্যমিকের ডকুমেন্টস একমাত্র তিনিই সংশোধন করবেন যিনি মাধ্যমিক পাশ করে গেছেন যার কাছে মাধ্যমিকে শংসাপত্র আছে । সুতরাং যে ব্যক্তির মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদে নাম নথিভুক্ত হয়ে আছে সেই ব্যক্তি ব্যতীত যদি অন্য কেউ মাধ্যমিকের শংসাপত্র সংশোধন করতে না পান সে ক্ষেত্রে স্কুল রেজিস্টারে থাকা নাম দেখতে চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা কোথায় ! ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী যে কোনো ব্যক্তি তার ডকুমেণ্টের আইডি নাম্বার অপরিবর্তিত রেখে তার নাম, পিতা, মাতার নাম, জন্ম তারিখ যেকোনো সময় সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারেন । সেদিক বিবেচনা করতে গেলে কোনো ব্যক্তি যদি তার নাম কোনো সময়ে সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে চান সে ক্ষেত্রে স্কুল রেজিষ্টারে নামটি থাকলে প্রয়োজন না হওয়া দরকার । কারণ ব্যক্তি মাধ্যমিক পাস তিনি স্কুল টপকিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদে নাম অবশ্যই লেখাননি কিংবা মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ কোনো ব্যক্তির নাম এমনি এমনি নথিভুক্ত করে রাখেননি । এক্ষেত্রে স্কুল রেজিস্টারে নাম যাই থাক যে ব্যক্তি নাম পরিবর্তন বা সংশোধন করতে চান সে ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক করতে হবে নাম পরিবর্তনের জন্য একটা বাংলা ও একটা ইংরেজী পেপারে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা । কারণ ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী আপনার নামের একটা অক্ষর পরিবর্তন করলেও আপনাকে নিউজপেপারে বিজ্ঞাপন দেওয়া বাধ্যতামূলক । তারপর ওই নিউজ পেপারে দেওয়া বিজ্ঞাপন ও আবেদনকারীর অন্যান্য যাবতীয় নথিপত্রের ভিত্তিতেই সংশোধন করা হবে মাধ্যমিকের শংসাপত্রগুলি । এইজন্য পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদকে অনলাইন এক বিশেষ পোর্টালের ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে আবেদনকারীকে তার মোবাইল বা ইমেইল ও.টি.পির মাধ্যমে পোর্টালে লগইন হবে ও তারপর মাধ্যমিক শংসাপত্রের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এবং এডমিট কার্ডে থাকা রোল নম্বর দিয়ে অবেদান ফর্ম ফিলাপ করতে হবে । আবেদন ফর্ম পূরণ হবার পর সেই ফর্মটি প্রিন্ট আউট করে নিয়ে স্কুলের হেডমাস্টারের কাছ থেকে ভেরিফাই করে নিয়ে আসতে হবে, তারপর সেই ফরমটি ও যাবতীয় নথিপত্র পিডিএফ আকারে পোর্টালে আপলোড দিতে হবে এবং সর্বশেষ অনলাইনে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা পর্ষদ দ্বারা নির্ধারিত চালান জমা করতে হবে এবং সেই চালান কপিও ডাউনলোড করে প্রিন্ট আউট করে রাখতে হবে । এবং ওই ফিজিকাল ডকুমেন্টসগুলি আবেদনকারীকে নিজের কাছে রাখতে হবে এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে আবেদনকারীর সংশোধন প্রক্রিয়া মাত্র ২১ দিনের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে এবং অনলাইন সংশোধিত সার্টিফিকেটের সফটকপি জেনারেট করতে হবে । সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর মধ্যশিক্ষা পর্ষদের দ্বারা একটা সময় নির্ধারিত করতে হবে যাতে আবেদনকারী তার অরিজিনাল ডকুমেন্টগুলি নিয়ে রিজিওনাল অফিস ভিজিট করতে পারেন সেটিতে সিলমোহর লাগানোর জন্য । আবেদনকারী অরিজিনাল ডকুমেন্ট সিলমোহর লাগানোর জন্য রিজিওনাল অফিস ভিজিট করার সময় অনলাইনে প্রদান করার সমস্ত ডকুমেন্টস গুলো অরিজিনাল কপি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে অফিসে জমা দেওয়ার জন্য । এবং ফাইনাল যেদিন অরিজিনাল ডকুমেন্ট সীলমোহর করা হবে সেদিনই মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আবেদনকারীর অরিজিনাল ডকুমেন্টগুলো জমা দেবেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই সীলমোহর বসিয়ে অরিজিনাল শংসাপত্র গুলোকে সংশোধন করে দেবেন যাতে আবেদনকারীকে বারবার অফিসের চক্কর লাগাতে না হয় । এইরকম ভাবে অনলাইন প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে যদি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের শংসাপত্রগুলি সংশোধনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে অফিস চত্বরে ভিড় তো কমবেই এছাড়াও আবেদনকারীরা অনেকটাই হয়রানিমুক্ত হবেন । শুধু যে মাধ্যমিকের শংসাপত্রের ক্ষেত্রে নয়, উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রেও একই নিয়মে অনলাইনে নথিপত্র সংশোধনের প্রক্রিয়া চালু করলে খুবই উপকৃত হবেন পশ্চিমবঙ্গের মানুষ । এই বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা ধারা নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সুব্যবস্থা নিলে সকলের ভালো হয় ।

আগামী ৬ মে প্রকাশ পাবে ৫১৩৯৭ টি নিযুক্তি পদের ফলাফল

সর্বপ্রথম বার পানেরি চা বাগানে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে আয়োজিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গত প্রায় দুই বছর থেকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সদরে অনুষ্ঠিত হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠক। এবার এরই অংশ হিসাবে সর্বপ্রথম বার ওদালগুড়ি জেলার পানেরি চা বাগানে কেবিনেট বৈঠক আযোজন করা হয়েছে।
ইতিহাসে এর আগে এভাবে চা বাগানে কোনদিনও মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। আগামী ৬ মে ৫১৩৯৭ টি নিযুক্তি পদের ফলাফল ঘোষণা করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পাশাপাশি ক্যাবিনেট বৈঠকে রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা এবং চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত রবিবার ওদালগুড়ি জেলায় সারাদিনব্যাপী নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন, ঘোষনা এবং ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এরপর সন্ধ্যা থেকে নজির বিহীন ভাবে পানেরি চা বাগানে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে আগামী ৬ মে ৫১৩৯৭ টি নিযুক্তি পদের ফলাফল ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেবিনেট। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুলিশ বিভাগে ৫৭৩০ জন, স্বাস্থ্য বিভাগে ৫৭৯৯ জন, শিক্ষা বিভাগে ১৪২৪১ জনকে নিযুক্তিপত্র প্রদান করা হবে। তাছাড়া নিযুক্তি আযোগের মাধ্যমে তৃতীয় বর্গের ১১৩৪৬ জন এবং চতুর্থ বর্গের ১৪২৮১ জন প্রার্থীকে নিযোগ করবে সরকার।

অন্যদিকে ২০২১ সালের ১০ জানুয়ারি এবং ২০২২ সালের ২৯ মে স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ বিভাগ অনুষ্ঠিত করা লিখিত পরীক্ষায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুমতি পাওয়া প্রত্যেক নির্ধারিত বয়স থেকে অধিক বয়সের প্রার্থীর জন্য বয়সে রেহাই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্ত্রিসভা।

পানেরি চা বাগানে অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকে চা উপজাতি ব্যক্তিদের আবেগকে সম্মান জানিয়ে উপজাতি কল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে এবার এই বিভাগের নাম চা উপজাতি এবং আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ এবং এর সঞ্চালকালায়ের নাম চা উপজাতি এবং আদিবাসী কল্যাণ সঞ্চালকালায় হিসাবে নামকরণ করার ক্ষেত্রে অনুমোদন জানানো হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে অসম লোকসভা অধিকার সংশোধনী অধ্যাদেশ ২০২৩ অনুমোদন জানানো হয়েছে। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে অসম লোকসভা অধিকার আইন ২০১৯ সংশোধন করে দ্যা আসাম স্টেট কমিশন ফর রাইট টু পাবলিক সার্ভিস গঠন করা হয়েছে। একজন চীফ কমিশনার এবং দুইজন কমিশনার সহ মোট তিনজনের স্বতন্ত্র অর্ধ বিচার বিভাগীয় সংস্থা হিসেবে এই আইয়ক গঠন করা হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধিশূচিত সেবা প্রধান না করার জন্য নির্দিষ্ট সরকারি কর্তাদের বিরুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেবে এই কমিশন। তাছাড়া আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে আইনের ধারা ৮ এর অধীনে আপিলের শুনানি এবং নিষ্পত্তিকরণ এর ব্যবস্থা থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করা কংগ্রেস বিধায়ক ডক্টর আসিফ নাজারকে শোকজ

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেসের বিধায়ক হয়েও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেছিলেন ডক্টর আসিফ নাজার। অবশেষে তাকে শোকজ করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। তিন দিনের মধ্যে এই প্রসঙ্গে জবাব দেবার জন্য সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেসে বিজেপির গুপ্তচর থাকার বিষয়টি নিয়ে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক বৈঠকে ব্যাপক চিন্তা চর্চা আলোচনা করা হয়েছে। কার্যনির্বাহক বৈঠকে এই প্রসঙ্গে আলোচনা করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি।

প্রসঙ্গত রাজ্যের লাহোরীঘাট বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডক্টর আসিফ নাজার মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেসে থাকলে দলটি বহু উপরে যেতে পারতো বলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। তবে কংগ্রেস বিধায়কের এই বক্তব্যের পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। এই বিধায়কের বিরুদ্ধে কঠোর অনুশাসন মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে উল্লেখ করে তিনি এভাবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করে বিধায়ক আসিফ নাজার দলের অনুশাসন ভঙ্গ করেছেন বলে মন্তব্য করেছিলেন। অবশেষে এক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেছেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা দলের বিধায়ক আসিফ নাজারকে শোকজ করে এর জবাব দেওয়ার জন্য তিন দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। তিনি বলেন দলের সংবিধান অনুযায়ী যে ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটাই করা হচ্ছে। নিজের নাক কেটে সতীনের যাত্রা ভঙ্গ করা দলীয় নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কঠোর হতে চলেছে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

সভাপতি ভূপেন বরা বলেন কংগ্রেসের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য বিজেপি এবং মুখ্যমন্ত্রী নানা ষড়যন্ত্র এবং কৌশল রচনা করছেন। কংগ্রেসের একাংশ নেতাকর্মী জ্ঞাতে অজ্ঞাতে বিজেপি এবং মুখ্যমন্ত্রী জালে জড়িয়ে পড়েছেন। তবে এবার ধৈর্য এবং সহ্য শক্তি চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন থেকে একাংশ দলীয় নেতাদের জন্য কংগ্রেস অস্বস্তিতে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা। বিধানসভায় দলের নেতা দেবব্রত শইকীয়া বলেন বিধায়ক আসিফ নাজার যে মন্তব্য করেছেন সেটা কংগ্রেসকে চিন্তিত করে তুলেছে। তবে তাকে শোকজ করে তিন দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। বিধায়ক এক্ষেত্রে কি জবাব দেন সেটার উপরে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে তিনি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবেন বলে জানালেন দেবব্রত শইকীয়া। অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী বলেন, দলে ৪৫ জন বিজেপির এজেঃট রয়েছেন। বিশেষ করে এক্ষেত্রে পাঁচ জন বিধায়ক রয়েছেন বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে ভূপেন বরা যদি প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং তিনি কার্যকরী সভাপতি হয়ে থাকেন তাহলে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই বিজেপি এজেঃটদের কাঁদাবেন বলে মন্তব্য করেছেন রানা গোস্বামী। এদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক বৈঠকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে তিনটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। রবিবার গুয়াহাটি মহানগরের রাজিব ভবনে আযোজিত দিনব্যাপী দলের কার্যনির্বাহক বৈঠকে সর্বসম্মতিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে আসন্ন রঙালী বিহু এবং ঈদের পরিপ্রেক্ষিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি নির্ধারণ করে দেওয়া ১৫ এপ্রিল থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত জয় ভারত সত্যাগ্রহ এবং জেলাশাসকের কার্যালয় ঘেরাও প্রতিবাদী কার্যসূচি আগামী ২৪ থেকে ২৮ এপ্রিলের মধ্যে অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়ার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে অনুরোধ জানানো হবে। তাছাড়া আগামী ৩ এপ্রিল থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত ব্লক কংগ্রেস পর্যায়ে সাংবাদিক বৈঠক এবং পথসভা আযোজন করা হবে। আগামী ৩০ এপ্রিল গুয়াহাটি মহানগরে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। একইভাবে এদিনের কার্যনির্বাহক বৈঠকে রাজ্য জেলা এবং কেন্দ্র পর্যায়ে জনসভা অনুষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন তত্ত্বাবধায়ক এবং উপ সমিতি আগামী ১০ দিনের মধ্যে গঠন করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা এবং বিধানসভায় দলের নেতা দেবব্রত শইকীয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

‘ডেথ স্কোয়াড’ ঃ র‍্যাবের ভেতরের কথা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের অভিজাত সন্ত্রাসবিরোধী বাহিনী বিচারবহির্ভূত হত্যায় জড়িত, জানাচ্ছে ডয়চে ভেলে এবং নেত্র নিউজ এর এক নতুন অনুসন্ধান। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাই এসব হত্যার অনুমতি দেন। প্রতিটি অপারেশন খুব সতর্কতার সঙ্গে পরিকল্পনা করা হয়, কখনও কখনও কয়েক মাস সময় নিয়ে। টার্গেটের প্রতিটি কাজ বিশ্লেষণ করা হয় এবং বাংলাদেশ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাবের ১৫টি ইউনিটের একটি তার উপর নজরদারি চালায়। ভিকটিমদের সাধারণত গভীর রাতে তুলে নেয়া হয় এবং বিশেষ এই পুলিশ বাহিনীর কার্যালয়ে বা ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। বেঁচে ফিরে আসা ব্যক্তিদের বেশিরভাগই তাদের দুর্দশা নিয়ে কথা বলতে চান না। কিন্তু এদের একজন চুপ থাকাটা অসম্ভব বলে মনে করেন। নীল স্যুট পরা ২৩ বছর বয়সি নাফিজ মোহাম্মদ আলমের এখনও ২০২১ সালের নভেম্বরের সেই রাতের কথা মনে আছে। সে রাতে র‍্যাবের কর্মকর্তারা তার ঢাকার উপকণ্ঠের বাড়িটিতে অভিযান চালিয়েছিলেন। তিনি জানান, শুরুতে তাকে মারধর করা হয়েছিল এবং ওয়াটারবোর্ডিং (মুখে তোয়ালে চেপে জল ঢেলে নির্যাতন) করা হয়েছিল। এরপর তার বাসায় কয়েকজন সাংবাদিককে ডেকে আনা হয়। সাধারণত সাংবাদিকদের ডাকা হয় কাউকে গ্রেপ্তার করার মুহূর্ত দেখানোর সময় বা অপরাধস্থলে কর্তৃপক্ষের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য। এক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলার সুযোগ খুব একটা দেয়া হয় না। সে রাতের সংবাদে ঘটনাটির কেবল একটি দিক দেখানো হয়। ভিডিওতে দেখা যায় ইউনিফরম পরা র‍্যাব কর্মকর্তারা আলমকে ঘিরে রেখেছেন, সারি সারি মদের বোতল দেখানো হয় তার অবৈধ মদের ব্যবসার প্রমাণ হিসাবে। কিন্তু ক্যামেরায় যা দেখানো হয়নি সেটি হলো, কিভাবে বাহিনীর কর্মকর্তারা সাংবাদিক আসার আগেই আলমের বাসা জুড়ে বিভিন্ন স্থানে বোতলগুলো সাজিয়ে রেখেছেন। আলম জানান, এই ঘটনা কারো পক্ষে স্বাধীনভাবে তদন্ত করে দেখার সুযোগও নেই। তবে সাংবাদিকেরা চলে যাওয়ার পর তাকে একটি সাধারণ গাড়িতে তুলে র‍্যাব ১ কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকা বিমানবন্দরের কাছেই এই বড় ভবনটি অবস্থিত। সেই হালকা সবুজ রংয়ের ভবনের নীচের তলার একটি জানালাবিহীন কক্ষে তাকে নেয়া হয়। মূল সড়ক থেকে সে কক্ষ দেখা যায় না। গোপন এই কারাগারে ঢোকার পর মানুষের মলমূত্র এবং পঁচে যাওয়া খাবারের গন্ধ পান আলম। তিনি জানান, এই আবদ্ধ ঘরটিতে একা রেখে তাকে নির্যাতন করা হয়। তিনি বলেন, ‘‘আমি ভেবেছিলাম কেবল সন্ত্রাসীদের সঙ্গেই এমন আচরণ করা হয়।’’ তারপরও আলমের বেঁচে ফেরার সৌভাগ্য হয়েছিল। র‍্যাবের লক্ষ্যে পরিণত হওয়া অনেকেই খুন হন বা নিখোঁজ হয়ে যান। তাদের কথা আর কখনও শোনাও যায় না। তবে সরকার বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে। সেনা এবং পুলিশ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত এই বাহিনীকে নিয়ে কয়েক মাস ধরে ইনভেস্টিগেটিভ ইউনিট এবং সুইডেনভিত্তিক নেত্র নিউজ যৌথ অনুসন্ধান চালিয়েছে। প্রতিষ্ঠার দুই দশক পর এই প্রথম এই বাহিনীতে কাজ করা দুই সদস্য এই ‘ডেথ স্কোয়াড’ এর ভেতরের তথ্য জানালেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের র‍্যাবের বিভিন্ন ইউনিটের কমান্ডার হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। তাদের পরিচয় এবং নিয়োগের ইতিহাস নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের চিহ্নিত করা যায়, এমন সকল তথ্য গোপন রাখা হচ্ছে। একজন হুইসেলব্লোয়ার জানিয়েছেন, র‍্যাব যদি জানতে পারে যে তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাহলে তিনি যে বাহিনীতে কাজ করেছেন সেই বাহিনীই তাকে মেরে ফেলতে পারে। তাদের স্বীকারোক্তির সত্যতা যাচাই করেছে এবং বিশেষজ্ঞ, মানবাধিকার কর্মী এবং অন্যান্য সূত্র যেমন পুলিশ এবং পোস্টমর্টেম প্রতিবেদন, বিভিন্ন মামলার তথ্যভাণ্ডার এবং একটি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের অডিও রেকর্ড যাচাই করার মাধ্যমে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে। এই দুই তথ্যদাতার দেয়া প্রতিটি তথ্য স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। দুজনেই জানিয়েছেন কাগজপত্রে কোনো প্রমাণ যাতে না থাকে, সেজন্য গোপন এই অপারেশনগুলোর দায়িত্ব দেয়া হতো মৌখিকভাবে।

আলাদাভাবে নেয়া সাক্ষাৎকারে মূল বিষয়গুলো নিয়ে দুজনেই একই ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। তাদের সাক্ষ্য থেকে পদ্ধতিগত মানবাধিকার লঙ্ঘনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। অপহরণ থেকে নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত ঘটনাগুলোকেও বলতে গেলে দায়মুক্তি দেয়ার মাধ্যমে ধামাচাপা দেয়া হয়। এক ইমেলে এই অভিযোগকে ‘‘কাল্পনিক, বানোয়াট এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত,’’ আখ্যা দিয়ে অস্বীকার করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বলা হয়েছে, ‘‘এমন কোনো অভিযোগ পেলে মন্ত্রণালয় যথাযথভাবে একজন স্বাধীন ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে প্রতিটি ঘটনার তদন্ত করে। তদন্ত প্রতিবেদন অনুসারে, অভিযোগ সত্য নয় বলে মনে হচ্ছে।’’ সাক্ষাৎকার দেয়া দুই ব্যক্তিই আরো অনেক অভিযোগ করেছেন। তাদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা রাজনৈতিক স্বার্থে এই অভিজাত বাহিনীকে ব্যবহার করেন। অভিযোগ রয়েছে, সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ থেকে এসবের অনুমোদনও দেয়া হয়। লক্ষ্যবস্তু যদি রাজনৈতিক ব্যক্তি হয় তাহলে কেবল উচ্চপর্যায়ের সুস্পষ্ট অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতেই এটি বাস্তবায়ন করা হয়। সাক্ষাৎকার দেয়া এক ব্যক্তি বলেন, এসব ক্ষেত্রে ‘‘সিদ্ধান্ত সর্বনিম্ন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আসবে। বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই আদেশটা প্রদান করে থাকেন।’’ অন্য সাক্ষাৎকারদাতা বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমন কোনো নির্দেশ দিবেন বলে মনে হয় না।’’ তিনি বলছিলেন, আওয়ামী লীগের প্রধান এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথা, যিনি ২০০৯ সাল থেকে দেশের ক্ষমতায় আছেন। একজন হুইসেলব্লোয়ার বলেন, যেসব টার্গেটকে ‘‘স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা তারও উপরের কেউ, যেমন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্ধারণ করে দেন’’, তাদের বিষয়টি ‘‘প্রাধান্য’’ দিয়ে দেখা হয়। এই অভিযোগটি নিরপেক্ষভাবে যাচাই করতে পারা যায়নি। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে র‍্যাব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং এর সর্বোচ্চ কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর কাছে জবাবদিহি করেন। নেত্র নিউজ এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিষয়টি অস্বীকার করেছে এবং এসব অভিযোগকে ‘‘বিভ্রান্তিকর এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত‘‘ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। ‘‘দলীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রচার’’ না করার বিষয়ে সতর্কও করেছে মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে কোনো উত্তর দেয়া হয়নি। চেইন অব কমান্ড বিষয়ে বিস্তারিত বলা ছাড়াও এই দুই তথ্যদাতা অভিজাত এই বাহিনীর ভেতরের অনেক তথ্য উন্মোচন করেছেন। কোনো টার্গেটকে যখন মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখন বেশ কিছু পদক্ষেপ সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। প্রথমে একটি স্থান নির্ধারণ করা হয়। লোকচক্ষুর আড়ালের একটি স্থান বেছে নেয়া হয়, যাতে কোনো সম্ভাব্য সাক্ষী না থাকে। ঢাকায় এমন এক জায়গা হচ্ছে শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া দূষিত তুরাগ নদীর তীর। আরেকটি হচ্ছে কক্সবাজার এবং টেকনাফের মধ্যকার ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেরিন ড্রাইভের কিনারা। এরপর, সাধারণত গভীর রাতে, যখন রাস্তা জনমানবশূন্য থাকে এবং দোকানপাটও বন্ধ হয়ে যায়, কোনো কিছু বুঝতে না দিয়ে টার্গেটকে আটকে চোখ বেঁধে একটি বেসামরিক গাড়িতে তুলে নির্ধারিত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। একজন তথ্যদাতা জানান, ঘটনার শিকার কিছু ব্যক্তি জীবন ভিক্ষা চান, অন্যরা চুপ থাকেন। এরপর টার্গেটকে গুলি করে তার রক্তক্ষরণে মৃত্যু হওয়া অবধি অপেক্ষা করা হয়। যখন তাদের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়, তাদের চোখের কাপড় খুলে ফেলা হয়। কোনো চিহ্ন না রাখার জন্য চোখ বাঁধা হয় নরম কাপড় দিয়ে। এরপর তাদের হাতের বাঁধনও খুলে ফেলা হয় বলে জানান একজন তথ্যদাতা। এরপর দৃশ্যপট সাজানো হয়। কী গল্প বলা হবে, তার ওপর নির্ভর করে নিহতের শরীরে নানা প্রমাণ সাজিয়ে রাখা হয়। যদি গল্পটি দুই গ্যাং এর মধ্যে মারামারির হয়, তাহলে মাদক এবং ইয়াবা মৃতের সঙ্গে রাখা হয়। সন্দেহভাজন জিহাদী হলে তার শরীরের পাশে ধর্মীয় কাগজপত্র রেখে দেয়া হয়। এক হুইসেলব্লোয়ার জানান, উভয় ক্ষেত্রেই টার্গেটের সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র রেখে দেয়া হয়। তিনি জানান, এইসব অস্ত্র অনানুষ্ঠানিকভাবে ভারত থেকে পাচার করে আনা হয়। এরপর ফাঁকা গুলি করে বুলেটের খোসা মাটিতে ফেলে রাখা হয়। কিন্তু কিছু বিরল ক্ষেত্রে র‍্যাব একেবারেই নীরবে কাজ করে। ভিকটিমদের তুলে নিয়ে কোনো চিহ্ন রাখা হয় না। কখনও কখনও কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস, এমনকি কয়েক বছর পর্যন্ত তাদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না। এইসব ঘটনাকে ‘‘গুম’’ বলে উল্লেখ করা হয়। বাংলাদেশজুড়ে এখনও শত শত মানুষ এভাবেই নিখোঁজ রয়েছেন। এমন এক সময় এই বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয় যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আক্রমণ সামলে ওঠার চেষ্টা করছিল। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বৈশ্বিক লড়াইয়ে তখন ওয়াশিংটন প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করছিল। ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বাহিনীতে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী থেকে সদস্যদের নিয়ে একসঙ্গে অপরাধ এবং সন্ত্রাস দমনে নিযুক্ত করা হয়। এই বাহিনীতে ১৩ হাজারের বেশি সদস্য রয়েছেন যাদের ইউনিফরম, মুখোশ এমনকি কালো সানগ্লাসও সরবরাহ করা হয়। র‍্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল যে উদ্দেশ্যে, সেটি তারা বেশ ভালোভাবেই করছিল। ওয়াশিংটনভিত্তিক উইলসন সেন্টারের সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের প্রধান মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, ‘‘বাংলাদেশে খারাপ লোকদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নির্মমভাবে দক্ষ সন্ত্রাসবিরোধী দল হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল এটি। বাংলাদেশ এর আগে কয়েক বছর সন্ত্রাসবাদের কারণে ভুগছিল।’’ লিখিত উত্তরে মার্কিন দূতাবাসের এক মুখপাত্র জানান, ‘‘সন্ত্রাস মোকাবিলায় যখন র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন তাদের প্রশিক্ষণ এবং অস্ত্র দেয়ার ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছে, এটা কোনো গোপন তথ্য নয়।’’

এবারের আইপিএলেই খেলবেন না সাকিব

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টটি না খেলে সাকিব আল হাসান ও লিটন দাস আইপিএলে খেলতে চলে যান কি না, এই জল্পনাকল্পনায় ভাসতে ভাসতেই শেষ হয়েছে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে আর টি-টোয়েন্টি সিরিজ। সাকিব শেষ পর্যন্ত কাল থেকে শুরু টেস্টটা খেলছেন। তবে তার আগের দিন, মানে আজ জানা গেল উল্টো খবর-সাকিব এবার আইপিএলেই খেলছেন না। কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে এবার কোনো ম্যাচেই দেখা যাবে না তাঁকে। জাতীয় দলের খেলা থাকার কারণে সাকিব আইপিএলের শুরুর মতো পরের দিকেও কলকাতা নাইটরাইডার্সের হয়ে খেলতে পারতেন না। আয়ারল্যান্ড সিরিজের কারণে শুরুটা তো মিস করেছেনই, পরের দিকেও মিস করতেন কারণ, বাংলাদেশ দল তখন ইংল্যান্ডে যাবে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ওয়ানডের সিরিজ খেলতে। সিরিজটা হবে ৯ থেকে ১৪ মে। তার আগে ৫ মে আছে একটা প্রস্তুতি ম্যাচও। আর আইপিএল শেষ হবে ২৮ মে। প্রস্তাবটা তাই এসেছে সাকিবের ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইটরাইডার্সের কাছ থেকেই। সূত্র জানিয়েছে, যেহেতু টুর্নামেন্টের অনেকটা সময় তারা সাকিবকে দলে পাবে না, সাকিবের পরিবর্তে অন্য কোনো বিদেশি ক্রিকেটারকে দলে নিতে চায় কলকাতা। সাকিবকে সেই অনুরোধই জানানো হয়েছে কলকাতা থেকে। তিনি যদি না খেলেন, তাহলে তারা অন্য বিদেশি ক্রিকেটার নিতে পারে।

চুক্তি অনুযায়ী সাকিবের সুযোগ ছিল, কলকাতার অনুরোধে সাড়া না দিয়ে শুধু জাতীয় দলের ব্যস্ততার বাইরের সময়টুকুর জন্যই নিজেকে আইপিএলে ‘এভেইলেবেল’ রাখা। চুক্তির শর্তের কারণে তখন কলকাতাও সেটা মানতে বাধ্য থাকত। কিন্তু কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে সাকিবের সম্পর্ক অনেক দিনের। সেই সুসম্পর্কের কারণেই তিনি তাদের প্রস্তাব মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবারের আইপিএলে শেষ পর্যন্ত সাকিব খেলছেন না। তবে এ ব্যাপারে সাকিবের কাছে জানতে চাইলে তিনি কিছু বলতে চাননি।

সাকিব আইপিএলে না খেলা মানে মোহামেডানের কপাল খুলে যাওয়া। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে মিরপুরে কাল শুরু একমাত্র টেস্টের পর প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে মোহামেডানের হয়েই খেলবেন সাকিব। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মোহামেডান পরিচালক সাব্বির প্রথম আলোকে বলেছেন, ‘সাকিব আমাদের নিশ্চিত করেছে, আইপিএলে না গেলে ৮ এপ্রিলের পর থেকে মোহামেডানের হয়ে খেলবে। মোহামেডান সুপার লিগে গেলে তখনো তাকে পাব আমরা।’

জানা গেছে, কলকাতা নাইটরাইডার্স একই প্রস্তাব দিয়েছিল লিটন দাসকেও। কিন্তু লিটন সে প্রস্তাবে রাজি হননি। তিনি জাতীয় দলের খেলার বাইরের সময়টুকুতে আইপিএল খেলতে চান। বিসিবিও সাকিব, লিটনকে সেভাবেই আইপিএলের জন্য অনাপত্তিপত্র দিয়েছে। বাংলাদেশের আরেক ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমান অবশ্য এরই মধ্যে যোগ দিয়েছেন আইপিএলে তাঁর দল দিল্লি ক্যাপিটালসে। আয়ারল্যান্ড সিরিজের টেস্ট দলে নেই তিনি।

আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্টে তামিমকে ঘিরে অনিশ্চয়তা

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক) ঃ আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্টে তামিম ইকবাল খেলবেন কি না, সেটি নিশ্চিত নয়। তাঁর ছেলে আরহাম ইকবাল অসুস্থ। তাকে নিয়েই এখন ব্যস্ত আছেন তামিম। আজ বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান জালাল ইউসুস এ কথা জানান, ‘তামিমকে নিয়েও একটু সমস্যা আছে। তার ছেলে খুব অসুস্থ। তাকে নিয়ে সে খুব ব্যস্ত আছে। সে শেষ পর্যন্ত খেলবে কি না নিশ্চিত না। আশা করি হয়তো খেলবে। কিন্তু তারও পারবারিক সমস্যা আছে।’ তামিম সর্বশেষ টেস্ট খেলেছিলেন গত বছর জুনে, বাংলাদেশ দলের ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে। এরপর চোটের কারণে দীর্ঘ পরিসরের ক্রিকেট খেলা হয়নি তাঁর। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট দিয়ে লাল বলের ক্রিকেটে ফেরার কথা তামিমের। এদিকে চোটের কারণে আয়ারল্যান্ড টেস্ট খেলা হচ্ছে তাসকিন আহমেদেরও। টি-টোয়েন্টি সিরিজের সময় সাইড স্ট্রেইনের চোটে পড়েন তিনি। যে কারণে চার সপ্তাহ বিশ্রামে থাকতে হবে তাসকিনকে। তাঁর বদলি হিসেবে নেওয়া হয়েছে আরেক পেসার রেজাউর রহমানকে।

আইপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচ দেখেছেন ১৩ কোটি মানুষ!

আহমেদাবাদঃ আইপিএলের ১৬তম আসর শুরু হয়েছে গত ৩১ মার্চ। সেদিন আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটানসের মুখোমুখি হয় চেন্নাই সুপার কিংস। ম্যাচের আগে ছিল জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

আইপিএলের অফিশিয়াল সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান ডিজনি স্টার জানিয়েছে, প্রথম দিন আইপিএল দেখতে টিভি চালিয়েছেন ১৪ কোটি দর্শক। এর মধ্যে ১৩ কোটিই দেখেছেন গুজরাট-চেন্নাই ম্যাচ। সব মিলিয়ে আইপিএল শুরুর দিন দর্শকেরা টিভিতে চোখ রেখেছিলেন ৮৭০ কোটি মিনিট। গত বছরের তুলনায় যা ২৯ শতাংশ বেশি।

বিশ্বব্যাপী আইপিএলের সম্প্রচার স্বত্ব কিনে নিয়েছে তিনটি প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে উপমহাদেশে ২২টি চ্যানেলের মাধ্যমে খেলা দেখাচ্ছে ডিজনি স্টার। ৫ বছরের চুক্তিতে আইপিএলকে মোট ২৩ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা দেবে তারা। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ডিজনি স্টারের স্পোর্টস হেড সঞ্জয় গুপ্ত বলেন, ‘দেশজুড়ে স্টারের মাধ্যমে আইপিএল দর্শকেরা যে বিপুল পরিমাণে সাড়া দিয়েছেন, তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। খেলা দেখার সময়ের পরিমাণে বিশাল প্রবৃদ্ধি আমাদের সফল প্রচারণা এবং নিরবচ্ছিন্ন ক্রিকেট দেখার মাধ্যম হিসেবে ধারাবাহিক দাপটের কথাই বলছে। সেই সঙ্গে বিশ্বজুড়ে শীর্ষ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হিসেবে আইপিএলের জনপ্রিয়তার সাক্ষ্যও দিচ্ছে এটি।’

আইপিএলের টিভি ও ডিজিটাল প্রচারের অংশ হিসেবে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েছে ডিজনি স্টার। এর মধ্যে ভারতের অঞ্চলভিত্তিক দর্শক লক্ষ্য করে ধারাভাষ্য দেওয়া হচ্ছে ৯টি ভাষায়। ম্যাচের আগে-পরে ও ইনিংস বিরতিতে তারকাদের নিয়ে আয়োজন করা হচ্ছে অনুষ্ঠান। এ ছাড়া স্টার স্পোর্টস বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করে ‘ফ্যান বাস’ এবং ‘প্রতিটি সমাজই হবে স্টেডিয়াম’ নামের প্রচারণাও চালাচ্ছে ডিজনি।

এবার লেকিপও বলল, ‘মেসি উধাও’

প্যারিসঃ আরও একবার পিএসজির ম্যাচ থেকে ‘উধাও’ হয়ে গিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। পিএসজির ম্যাচে মেসিকে খুঁজে পাওয়া যায় না, এমন অভিযোগ আর্জেন্টাইন বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের বিরুদ্ধে উঠেছে। অভিযোগটি তুলেছেন পিএসজির সাবেক উইঙ্গার জোরোম রোথেন। চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো থেকে ফরাসি ক্লাবের ছিটকে পড়ার পর রোথেন বলেছিলেন, আর্জেন্টিনার জার্সিতে যে মেসিকে দেখা যায়, বিশেষ করে কাতার বিশ্বকাপে যে মেসিকে দেখা গেছে, পিএসজির হয়ে সে মেসিকে দেখা যায় না। চ্যাম্পিয়নস লিগ থেকে পিএসজির বাদ পড়ার পেছনে মেসির বড় দায় দেখেছিলেন তিনি। পিএসজির বড় ম্যাচে নাকি মেসি ‘উধাও’ হয়ে যান!

এবার মেসির বিরুদ্ধে উধাও হয়ে যাওয়ার ‘অভিযোগ’ তুলেছে ফ্রান্সের পত্রিকা লেকিপ। গত রাতে ফ্রেঞ্চ লিগে লিওঁর কাছে ১-০ গোলে হেরেছে পিএসজি। এ ম্যাচে মেসি ছিলেন নিষ্প্রভ। ফরাসি পত্রিকা লেকিপ খেলোয়াড়দের যে রেটিং দিয়েছে, তাতে মেসি পেয়েছেন মাত্র ৩!

সবচেয়ে বড় কথা লেকিপ বলেছে, লিওঁর বিপক্ষে ম্যাচে মেসি রীতিমতো ‘উধাও’ হয়ে গিয়েছিলেন! পুরো ম্যাচেই নাকি মেসিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। যদিও লেকিপ কাল পিএসজি খেলোয়াড়দের ‘নম্বর’ দেওয়ার ব্যাপারে যে খুব উদার ছিল, সেটি বলা যাবে না। সর্বোচ্চ রেটিং নম্বর পেয়েছেন ডিফেন্ডার মার্কিনিওস-৫। কিলিয়ান এমবাপ্পেকেও পত্রিকাটি ৩-এর বেশি দেয়নি। কাল মেসির খেলা ভালো লাগেনি পিএসজি সমর্থকদেরও। হারের পর সমর্থকদের দুয়োর লক্ষ্যবস্তু ছিলেন মেসি।

লিওঁর বিপক্ষে কাল নিষ্প্রভ ছিলেন মেসি ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেসি সমর্থকদের দুয়োয় টানেল দিয়ে মাঠ ছেড়ে যান। পিএসজির সঙ্গে অবশ্য মেসির রসায়নটা বিশ্বকাপের পর থেকেই খারাপ যাচ্ছে। ডিসেম্বরে বিশ্বকাপ জিতে প্যারিসে আসার পর নতুন চুক্তি হয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও সেটি হয়নি। মেসিও বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার জার্সির খেলাটার পুনরাবৃত্তি পিএসজিতে ঘটাতে পারেননি। মেসির দলবদলের কথাবার্তাও এখন বাজারে খুব চাউর।

জুনেই পিএসজির সঙ্গে তাঁর দুই বছরের চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। নতুন চুক্তি নিয়েও নানা ধরনের টানাপোড়েন চলছে বলে খবর বেরিয়েছে। মেসি এমবাপ্পের সমান বেতন চান, পিএসজি দিতে পারবে না। মেসি নতুন চুক্তিটা দুই বছরের চান, পিএসজি এক বছরের বেশি তা করবে না-মেসি, পিএসজির সম্পর্ক একেবারে খাদের কিনারায় এসে ঠেকেছে কি না, সেটি সামনের দিনগুলোর ঘটনাপরিক্রমাই জানিয়ে দেবে।

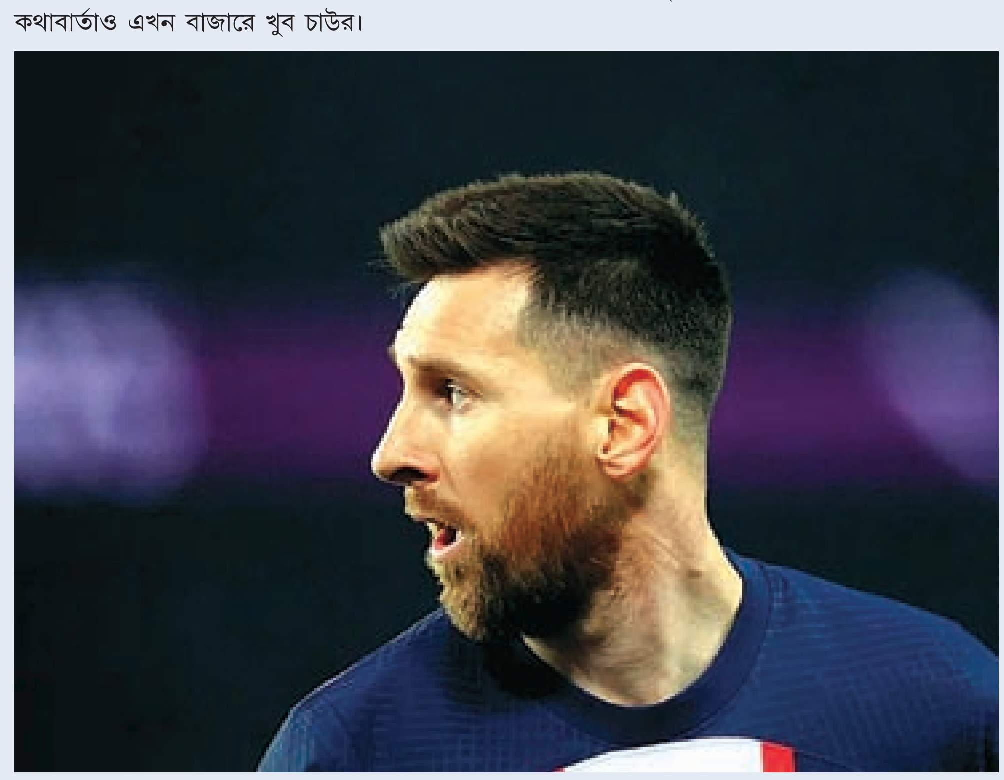

ইউক্রেন যুদ্ধের আট মাস আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিল রুশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলো

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইউক্রেনে রুশ সেনাবাহিনীর চেয়েও বেশি সাফল্য অর্জন করেছে রাশিয়ার নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিভাগ – বলছে ব্রিটেনের একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিরক্ষা গবেষণা প্রতিষ্ঠান। রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইন্সটিটিউট (রুসি) তার একটি প্রতিবেদনে বলছে, ইউক্রেনে অভিযান শুরু অনেক আগে থেকেই এর জন্য তৈরি হতে শুরু করেছিল নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।

রুশ গুপ্তচর সংস্থাগুলি ২০২১ সালের জুন মাস থেকেই ইউক্রেনের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিল, বলছে রুসি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রুশ ফেডারেল সিকিউরিটি সার্ভিস (এফএসবি) ইউক্রেনের অধিকৃত এলাকায় জনসংখ্যার ওপর দ্রুতগতিতে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল।

বিভিন্ন সূত্র এবং আটক করা নথিপত্র ব্যবহার করে ঐ রিপোর্টটি তৈরি করা হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটি বলছে।

ইউক্রেনের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের বক্তব্য, রুশ যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নজরদারি করে পাওয়া তথ্য এবং মাঠ পর্যায়ে চালানো তদন্তও ঐ প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে।

গবেষকরা বলছেন, কিয়েভ সমর্থকদের গ্রেপ্তার এবং জিজ্ঞাসাবাদ করার লক্ষ্যে এফএসবি ইউক্রেনের সরকারি কম্পিউটারগুলোর হার্ড ড্রাইভ ডাউনলোড করেছিল।

রুসি বলছে, ইউক্রেনের দখলকৃত অংশগুলিকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করতে রাশিয়া তার ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার ইউনিটগুলিকেও ব্যবহার করেছে।

এই প্রতিষ্ঠানের মতে, রাশিয়ার বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা এসভিআর-এর প্রধান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে বলেছিলেন যে তাদের প্রস্তুতির জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন এবং তিনি ইউক্রেনের ওপর হামলার তারিখ পিছিয়ে দিতে বলেছিলেন।

কিন্তু রুশ প্রেসিডেন্ট তার ঐ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

রুসির ঐ ৩৯-পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটিতে কোন দেশকে ধ্বংস করার জন্য রাশিয়ার গোপন অভিযানের বিস্তার সম্পর্কে পশ্চিমা দেশের সরকারগুলিকে সতর্ক করার জন্য তৈরি করা হয়েছে।

রিপোর্টটির প্রধান লেখক জ্যাক ওয়াটলিং মস্কোর হাতে খুবই গোপন তথ্য তুলে দেয়ার অভিযোগে সম্প্রতি একজন সিনিয়র জার্মান গোয়েন্দা কর্মকর্তার গ্রেপ্তারের ঘটনাটির দিকে ইংগিত করছেন।

রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, এটি স্পষ্ট যে রাশিয়ার গোয়েন্দা বিভাগগুলো আক্রমণ শুরু হওয়ার আগে ইউক্রেনে বড় মাপের একটি এজেন্ট নেটওয়ার্ক তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল এবং আক্রমণ হয়ে যাওয়ার পরও ঐ চক্রটি কার্যকর ছিল। এদের কাজ ছিল রুশ বাহিনীর কাছে গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করা।

রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ গুপ্তচর সংস্থা এফএসবি হচ্ছে সোভিয়েত সময়কার গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি'র আধুনিক উত্তরসূরি।

এফএসবির গুপ্তচরেরা অস্থায়ী অপারেশনাল গ্রুপ গঠন করে মেলিটোপোলের মতো শহরকে টার্গেট করেছিল।

রুশ বাহিনী অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে এফএসবি কর্মকর্তারা ইউক্রেনের শহরগুলোর স্থানীয় প্রশাসনের দফতর থেকে সরকারি দলিলপত্র বাজেয়াপ্ত করেছিল, কম্পিউটার হার্ড ড্রাইভগুলি ডাউনলোড করেছিল – যা থেকে তারা জানতে পেরেছিল কে কে ইউক্রেনের পক্ষে কাজ করছে এবং তারা কোথায় থাকে। এসব তথ্য দিয়ে তারা তালিকা তৈরি করেছিল।

এরপর তালিকা ধরে বাড়ি বাড়ি তল্লাশি চালানো হয় এবং বহু ব্যক্তিকে আটক করে বেসমেন্টে আটকে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

মি. ওয়াটলিং বলছেন, কখনও কখনও এদের ওপর অত্যাচার চালানো হতো, তবে যতটা না তাদের কাছ থেকে খবর বের করার জন্য, তার চেয়েও বেশি ভয়-ভীতি দেখানোর জন্য। এসব করা হতো যাতে মানুষ রুশ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারে। তবে ইউক্রেনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের একাধিক অভিযোগ রাশিয়া বরাবরই অস্বীকার করে আসছে।

রুসির প্রতিবেদনটি থেকে জানা যাচ্ছে, অন্তত ৮০০ ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাকে এফএসবির পক্ষে কাজ করার জন্য নিয়োগ করা হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ স্বেচ্ছায়, কাউকে কাউকে বল প্রয়োগ করে বাধ্য করা হয়।

একই সময়ে রুশ ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার ইউনিটগুলি ইউক্রেনীয় টিভি, রেডিও এবং ইন্টারনেটের সংযোগ বন্ধ করার জন্য কাজ করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, দখলকৃত এলাকার জনগণকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা।

এফএসবি হিসেব করে দেখেছে যে ইউক্রেনে কোন একটি এলাকাকে বশীভূত করতে হলে তাদের শুধুমাত্র সেই জনসংখ্যার শতকরা আট ভাগ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, মি. ওয়াটলিং বলছেন।

সামগ্রিকভাবে রুশ গোয়েন্দা এবং নিরাপত্তা সংস্থাগুলি ইউক্রেনে অসংখ্য বিপর্যয়ের সম্মুখীন তার সামরিক বাহিনীর তুলনায় অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছে।

ইউক্রেনে অনেক ভুলও করেছে গুপ্তচর সংস্থাগুলো

কিন্তু ইউক্রেন প্রশ্নে রুশ গুপ্তচরদেরও ব্যর্থতা ছিল অনেক। অভিযান শুরু হওয়ার আগে পরিস্থিতি সম্পর্কে যে গোয়েন্দা রিপোর্ট প্রেসিডেন্ট পুতিনকে দেয়া হয়েছিল, তাতে বলা হয়েছিল যে ইউক্রেনে দু'হাত বাড়িয়ে রুশ বাহিনীকে স্বাগত জানানো হবে এবং রুশ অভিযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে কিয়েভ সরকারের দ্রুত পতন ঘটবে। কিন্তু এই মূল্যায়ন পরে বিপর্যয়করভাবে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

রুসির ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাশিয়ান গোয়েন্দা বিভাগগুলিতে তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সঠিকভাবে রিপোর্ট ক্ষেত্রে সততার অভাব রয়েছে। উর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছে নিজেদের সাফল্যকে বহু গুণ বাড়িয়ে দেখানো এবং নিজেদের দুর্বলতাগুলিকে গোপন করে যাওয়া একটি বড় সমস্যা বলে দৃশ্যত ঃ মনে হচ্ছে।

জ্যাক ওয়াটলিং এখানে উল্লেখ করেছে রুশ সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ জিআরইউ'র একজন জেনারেলের কথা। ২০১৮ সালে ইংল্যান্ডের সলসবারিতে কেজিবির একজন পক্ষত্যাগকারী কর্মকর্তা সার্গেই স্ক্রিপালের ওপর নভিচক নার্ভ এজেন্ট ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেই হত্যা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঐ জেনারেল এই হত্যা প্রচেষ্টার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন।

এই ব্যর্থ হত্যা প্রচেষ্টার খবর এবং অভিযুক্তদের পরিচয় জানাজানি হওয়ার পরও ঐ জেনারেলকে তার পদ থেকে অপসারণ করা হয়নি। বরং তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়।

অপপ্রচারের সঙ্গে সাংবাদিকতাকে মেলাবেন না ঃ তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, অপরাধ-অপপ্রচারের সঙ্গে সাংবাদিকতাকে মেলাবেন না। শনিবার (১ এপ্রিল) সন্ধ্যায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) ইফতার আয়োজনে তিনি এ কথা বলেন। ড. হাছান মাহমুদ বলেন, সাংবাদিকরা সমাজের অন-উন্মোচিত বিষয় তুলে আনে, সমাজের তৃতীয় নয়ন খুলে দেয়। সাংবাদিকতা একটি মহৎ পেশা। অপরাধ ও অপপ্রচারের সঙ্গে সাংবাদিকতাকে মেলাবেন না।' সাংবাদিক গ্রেপ্তার হওয়া প্রসঙ্গে তথ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় স্মৃতিসৌধের সামনে একটি ১০ বছরের ছেলেকে ফুসলিয়ে তাকে দিয়ে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কথা বলানোর চেষ্টা এবং তার বক্তব্য হিসেবে সেটি প্রচার করা শুধু বাংলাদেশের সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা পরিপন্থী নয়, সারাবিশ্বে যে সাংবাদিকতার নিয়ম-নীতি রয়েছে, সেগুলোর পরিপন্থী। তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এখানে স্পষ্টভাবে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ লঙ্ঘিত হয়েছে এবং দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। এ সব অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলেই মামলা হয়েছে। এর সঙ্গে সাংবাদিকতাকে না মেলানোর অনুরোধ জানাই। তবে কারো কোনো হয়রানি যেন না হয়, সেদিকে আমরা নজর রাখছি। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, দ্রব্যমূল্য নিয়ে, সরকারের সমালোচনা করে প্রায় প্রতিদিন দেশের পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়, টেলিভিশনে রিপোর্ট প্রচার হয়। এ নিয়ে কোনো মামলা তো দূরের কথা, কোনোদিন কাউকে সরকারের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়নি। অথচ এই ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট পত্রিকা থেকে বিদেশি গণমাধ্যমে বলা হয়েছে যে দ্রব্যমূল্য নিয়ে রিপোর্ট করার কারণে তাদের সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই বলে তাদেরকে উস্কানি দেয়া হয়েছে। সম্পূর্ণরূপে বানোয়াট ও অসত্য প্রচার আসলে দেশবিরোধিতা।

বিদেশে চাকরি প্রত্যাশীদের প্রতারকদের হাত থেকে রক্ষা করুন ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিদেশে চাকরি প্রত্যাশীরা যেন জালিয়াতির শিকার না হন, তা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানিয়েছেন। ২ এপ্রিল গণভবনে অনুষ্ঠিত প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির দ্বিতীয় সভায় এ আহবান জানান শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের সবসময় বিবেচনা করতে হবে যে এই চাকরি প্রার্থীরা যেন যথাযথ চ্যানেলের মাধ্যমে বিদেশ যেতে পারে এবং উপযুক্ত চাকরি পেতে পারে। এই লোকেরা যেন প্রতারক ও মধ্যস্বত্বভোগীদের শিকার না হয় তা নিশ্চিত করা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ট্রেডে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি জনশক্তি প্রেরণের জন্য নতুন গন্তব্য খুঁজে বের করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা বলেন, বিভিন্ন দেশে আমাদের জনশক্তি আছে। আমাদের আরো গন্তব্য খুঁজতে হবে। সরকার নতুন কিছু দেশে জনবল পাঠানো শুরু করেছে। আমাদের দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে হবে। আমরা প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছি। কোন দেশে কী ধরনের দক্ষ জনশক্তি প্রযোজন তা খুঁজে বের করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমরা তাদের প্রশিক্ষণ দেবো। অনেক সময় দেখা যায়, বিদেশে চাকরির জন্য অসাধু মধ্যস্বত্বভোগী ও প্রতারকদের টাকা দেয়ার জন্য মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ও জমি বিক্রি করে।ঠ মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে চাকরির জন্য বিদেশে যাওয়ার বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা জরুরি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, করোনাভাইরাস মহামারী এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে অর্থনীতির ওপর সৃষ্ট চাপের সময় প্রবাসীদের আয় দেশের রিজার্ভ এবং সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন যে আওয়ামী লীগ সরকার প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে প্রবাসীদের ঋণ প্রদানের জন্য। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য দেশের ফ্রিল্যান্সারদের প্রশংসা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের ফ্রিল্যান্সাররা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। নিবন্ধন প্রক্রিয়ার আওতায় এনে আমরা তাদের সার্টিফিকেট দিয়েছি। তিনি প্রবাসীদের বৈধ উপায়ে তাদের টাকা পাঠানোর অনুরোধ জানান।বলেন, বৈধ চ্যানেলে টাকা পাঠানোর ক্ষেত্রে আমরা দুই দশমিক পাঁচ শতাংশ বিশেষ প্রণোদনা দিচ্ছি। বর্তমানে বাংলাদেশে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে এবং মানুষ বেশি উপার্জন করছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, যে দিনমজুররা আগে দৈনিক ২০০-৩০০ টাকা উপার্জন করত,এখন কাজের ধরন অনুযায়ী প্রতিদিন ৬০০-১০০০ টাকা উপার্জন করতে পারে। গ্রামাঞ্চলে উপার্জন এই পরিমাণের চেয়ে বেশি। ধান কাটার মৌসুমে তিনবেলা খাবারসহ ৭০০-৮০০ টাকা উপার্জন করা যায়। গ্রামীণ অর্থনীতির অনেক উন্নতি হয়েছে। কেউ যদি গ্রামাঞ্চলে যান তাহলে দেখবেন সেখানে জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে। মাঝে মাঝে শ্রমের অভাবও দেখা যায়, কারণ মানুষ স্বচ্ছল হয়ে উঠছে বলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দিতে ১৫০০ কোটি টাকা সরকারি সহায়তা চেয়েছে বিকেএমইএ

ঢাকা ঃ আসন্ন ঈদুল ফিতরের আগে শ্রমিকদের বেতন ও বোনাস পরিশোধে সরকারের কাছে দেড় হাজার কোটি টাকা সহায়তা চায় বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) নিটওয়্যার কারখানা মালিক সমিতির দাবি, আর্থিক সহায়তা না পেলে ঈদের আগে শ্রমিকদের বেতন দেয়া নিয়ে সংকটে পড়তে পারে এই রপ্তানিখাত। বিকেএমইএ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অর্থ বিভাগের সিনিয়র সচিবের কাছে আর্থিক সহায়তা সংক্রান্ত চিঠি পাঠিয়েছে। গত ৩০ মার্চ বিকেএমইএ সভাপতি একেএম সেলিম ওসমান স্বাক্ষরিত চিঠিতে সরকারের কাছে নগদ সহায়তার অনুরোধ জানানো হয়। রবিবার (২ এপ্রিল) বিকেএমইএর নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ হাতেম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। চিঠিতে বলা হয়েছে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়েছে। টিকে থাকার এই সংগ্রামে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত একটি চ্যালেঞ্জিং সময় পার করছে। চলমান বৈশ্বিক মন্দার কারণে বেশিরভাগ কারখানায় পর্যাপ্ত কার্যাদেশ না থাকায় উৎপাদন চলছে প্রকৃত ক্ষমতার ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ। এমন পরিস্থিতিতে মাস শেষে শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বিকেএমইএ বলেছে, ইতোমধ্যে রপ্তানি করা পণ্যের জন্য, আন্তর্জাতিক ক্রেতারা তাদের বকেয়া সময়মতো পরিশোধ করছেন না। চলতি মাসে বেতন ও ঈদ বোনাস দেয়া নিয়ে ব্যাপক চাপ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সরকার ও অর্থ বিভাগের সহযোগিতা ছাড়া এই চাপ সামলানো খুব কঠিন হবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
মঙ্গলবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
04:04:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

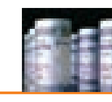

কেন বছরের পর বছর ঝুলে আছে খেলাপি ঋণের হাজারো মামলা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ঋণ যেন খেলাপি বা অনাদায়ী না হয়ে যায় ˉ সে জন্য সতর্ক নজরদারি বজায় রাখতে বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক । রবিবার বাংলাদেশে ব্যাংকের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাংকের শীর্ষ নির্বাহীদের যে সভা হয়েছে, তাতে এই পরামর্শ দেয়া হয় বলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। বাংলাদেশের অর্থ ঋণ আদালতগুলোয় বর্তমানে প্রায় পৌনে এক লাখ খেলাপি ঋণের মামলা ঝুলে রয়েছে, যাতে এক লাখ ৬৬ হাজার কোটি টাকা আটকে রয়েছে। এর মধ্যে অনেক মামলা বছরের পর বছর ধরে চলছে। ফলে একদিকে যেমন ঋণ আদায়ে কোন অগ্রগতি হচ্ছে না, তেমনি খেলাপির সংখ্যা আরও বড় হচ্ছে। কিন্তু এই পরিস্থিতি কেন তৈরি হয়েছে? এ থেকে সমাধানের পথ কী? রবিবারের এ সভায় বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে খেলাপি ঋণের বিষয়টিও আলোচনায় ওঠে। মামলার দীর্ঘসূত্রিতায় ব্যাংকগুলোর অর্থ আটকে রয়েছে, সেজন্য এসব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেন কয়েকজন কর্মকর্তা। ওই বৈঠকে অংশ নেয়া একজন কর্মকর্তা বলেছেন, 'এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তবে খুব বেশি কিছু আলোচনা হয়নি। খেলাপি ঋণের মতো পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, সেজন্য ব্যাংক কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকার জন্য আর নজরদারি আরও বৃদ্ধি করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পরামর্শ দিয়েছে।'

ইসরায়েলে গঠিত হচ্ছে নতুন এক সশস্ত্র 'ন্যাশনাল গার্ড' বাহিনী

ইসরায়েল (এজেন্সী) ঃ ইসরায়েলে জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী গঠনের প্রস্তাবের ওপর আজ দেশটির মন্ত্রিসভায় ভোটাভুটি হয়েছে।

ইসরায়েলি সংবাদপত্রগুলো জানিয়েছে, কিছু মন্ত্রী এ প্রস্তাবের ব্যাপারে আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত তারা এর পক্ষেই ভোট দেন।

দৈনিক হারেৎজ খবর দিচ্ছে, মি. বেন গভিরের উগ্র ডানপন্থী দল ওৎজমা ইয়েহুদিৎ ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী বিনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে ঐকমত্যে পৌঁছেছে যে বিচারবিভাগের বিতর্কিত সংস্কার প্রক্রিয়া বিলম্বিত করার বিনিময়ে এই ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী প্রতিষ্ঠার সবুজ সংকেত দেয়া হবে।

এ বাহিনী ইসরায়েলের উগ্রজাতীয়তাবাদী মন্ত্রী ইতামার বেনগভিরের জাতীয় নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

ফিনান্সিয়াল টাইমসের এ রিপোর্টে বলা হয়, এই সশস্ত্র বাহিনীটি সারা ইসরায়েল জুড়ে মোতায়েন করা হবে এবং জাতীয়তাবাদী অপরাধ ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই এবং প্রশাসনকে শক্তিশালী করার জন্য কাজে লাগানো হবে।

ইসরায়েলের মানবাধিকার সংগঠন সতর্ক করেছে যে এর ফলে তাদের ভাষায় একটি প্রাইভেট সশস্ত্র মিলিশিয়া বাহিনী তৈরি হবে। গত বুধবার এ পরিকল্পনা প্রকাশ পাবার পর তেলআবিবে এর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকশ লোক বিক্ষোভ করেছিল। ইসরায়েলের একটি নাগরিক অধিকার সংগঠনের প্রধান নোয়া সাত্তাত বলছেন, তিনি আশংকা করেন যে দেশের ফিলিস্তিনি নাগরিকদের বিরুদ্ধে, এবং সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমনের জন্য এই বাহিনীব্যবহৃত হবে। দৈনিক হারেৎজ জানাচ্ছে, এমনকি ইসরায়েলের পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থা শিনবেটও এই ন্যাশনাল গার্ড প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করছে।

তবে মি. বেনগভির ˉ যিনি ইতোপূর্বে বর্ণবাদ উস্কে দেয়া এবং সন্ত্রাসী সংগঠনকে সমর্থন দেয়ার জন্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন ˉ বহুদিন ধরেই এ বাহিনী গঠনের কথা বলে আসছিলেন। তার যুক্তি ছিল যে অরাজকতা মোকাবিলার জন্য এরকম বাহিনী দরকার।

ইসরায়েলের মানবাধিকার সংগঠন বলছে, ন্যাশনাল গার্ড করা হলে একটি প্রাইভেট সশস্ত্র মিলিশিয়া বাহিনী তৈরি হবে।

সিরিয়ার ভেতরে ইসরায়েলি বিমান হামলা

রোববার ভোরে সিরিয়ার হমস প্রদেশের কয়েকটি জায়গায় ইসরায়েলি বিমান হামলায় পাঁচজন সৈন্য আহত হয়েছে বলে সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম বলছে।

এর আগে ইরান জানায়, দু'দিন আগে সিরিয়ার ভেতরে চালানো এক কথিত ইসরায়েলি বিমান হামলায় আহত হওয়া ইরানের বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর দ্বিতীয় আরেকজন সদস্য মারা গিয়েছেন।

সম্প্রতি সিরিয়ার ভেতরে ইরানসংশ্লিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর ওপর বিমান হামলা বেড়েছে ˉ যা ইসরায়েলই চালিয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু কোনো দেশের নাম না উল্লেখ করে বলেছেন, সন্ত্রাসীদের সমর্থন দেয় এমন শাসকগোষ্ঠীগুলোকে চরম মূল্য দিতে হচ্ছে।

ইসরায়েল কয়েক বছর ধরেই সিরিয়ার ভেতরে বিমান হামলা চালিয়ে আসছে, তবে এসব আক্রমণের কথা স্বীকার করার ঘটনা খুবই বিরল। অন্যদিকে জেরুসালেমের পুরোনো শহর এলাকায় ইসরায়েলি পুলিশ মোহামেদ এলআসিবি নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করার পর এর প্রতিবাদে ইসরায়েলি আরব সম্প্রদায়ের লোকেরা একদিনের ধর্মঘট করছেন।

পুলিশ দাবি করছে ওই ব্যক্তি একজন কর্মকর্তার বন্দুক কেড়ে নিয়ে দু'বার গুলি করেন এবং তখন পুলিশ পাল্টা গুলি করে। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী ও মি. এলআসিবির পরিবার পুলিশের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেছে।

ওই এলাকায় অনেকগুলো সিসিটিভি ক্যামেরা থাকলেও পুলিশ বলছে, তাতে ওই ঘটনার কোন ভিডিও ধরা পড়েনি। ইসরায়েলি আরব জনগোষ্ঠীর নেতা এ ঘটনাকে 'ঠান্ডা মাথায় খুন' বলে অভিহিত করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে আবার টর্নেডোর আঘাত, নিহত ২৬ জন

আরকানসাসঃ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও মধ্যপশ্চিমাঞ্চলীয় বেশ কয়েকটি ছোটবড় শহরের ওপর একাধিক টর্নেডোর আঘাতে কমপক্ষে ২৬ জন নিহত হয়েছে। ওয়াশিংটন পোস্টের খবর অনুযায়ী ৬০টিরও বেশি টর্নেডো আরকানসাস, টেনেসি, ইলিনয়, ইন্ডিয়ানা, আলাবামা ও মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যগুলোতে আঘাত হানে। এতে বহু বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে এবং হাজার হাজার লোকের বাড়ির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বহু লোকের আহত হবার খবরও পাওয়া গেছে।

আরকানসাসের রাজধানী লিটল রক শহরের পূর্বদিকে ওয়াইন নামে একটি ছোট শহরের একজন বাসিন্দা অ্যাশলি ম্যাকমিলান জানান ˉ টর্নেডোর সময় তারা সপরিবারে বাড়ির বাথরুমে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং একে অপরকে শেষ বিদায় জানাচ্ছিলেন এই ভেবে যে তারা নিশ্চিতভাবেই মারা যাবেন। তবে তাদের বাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও শেষ পর্যন্ত তারা কেউই আহত হননি। আরকানসাস রাজ্যের গভর্নর সেখানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। ফেডারেল সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। ডেলাওয়ার রাজ্যে প্রচণ্ড বাতাসে একটি বাড়ি ভেঙে পড়লে কমপক্ষে একজন নিহত হয়েছে। আমেরিকান বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলো বলছে, সাত লক্ষেরও বেশি গ্রাহকের বাড়িতে বিদ্যুৎ নেই। এক সপ্তাহ আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যে রোলিং ফর্ক নামে একটি ছোট শহরে এক প্রচণ্ড টর্নেযোর আঘাতে ২৫ জন নিহত হয়।

সেন্ট পিটার্সবার্গের ক্যাফেতে বোমা বিস্ফোরণে রুশ সামরিক ব্লগার নিহত

মাস্কো ঃ সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি ক্যাফেতে একটি বিস্ফোরণে বিশিষ্ট রাশিয়ান সামরিক ব্লগার ভ্লাদলেন তাতারস্কি নিহত হয়েছেন বলে রাশিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে। স্ট্রিট ফুড বার নম্বর ওয়ান নামে ওই ক্যাফেতে বোমা বিস্ফোরণে আরো অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছেন।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা কয়েকটি ভিডিওতে বিস্ফোরণ এবং এর পরে রাস্তায় আহত লোকজনকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিস্ফোরণের জন্য কারা দায়ী তা এখনো স্পষ্ট নয়।

ভ্লাদলেন তাতারস্কি যার প্রকৃত নাম ম্যাক্সিম ফোমিন, তিনি ইউক্রেনরাশিয়া যুদ্ধের সোচ্চার সমর্থক ছিলেন।

বিস্ফোরণের সময় তিনি ক্যাফেতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন।

বিস্ফোরক ডিভাইস সম্পর্কে রাশিয়ার সংবাদ মাধ্যমে পরস্পরবিরোধী প্রতিবেদন রয়েছে। টেলিগ্রামে করা একটি পোস্টে তারা বলে, একটি সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে। আমরা কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা যথেষ্ট ছিল না।

অসাধারণ যুদ্ধ সংবাদদাতা এবং আমাদের বন্ধু ভ্লাদলেন তাতারস্কিকে যারা চেনেন তাদের সবার প্রতি সমবেদনা।

গত অগাস্টে মস্কোর কাছে একটি গাড়ি বোমা হামলায় দারিয়া দুগিনা নামে একজন সাংবাদিক ও রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর বিশিষ্ট সমর্থক নিহত হন। তিনি পুতিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র ও অতিজাতীয়তাবাদী দার্শনিক আলেকজান্ডার ডুগিনের কন্যা ছিলেন।

বিবিসির ওলগা ইভশিনা বলেছেন যে, তাতারস্কি ২০১৪ সালে রাশিয়ান বিচ্ছিন্নতাবাদী বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিলেন। তখন তারা পূর্ব ইউক্রেনের দোনেৎস্ক এবং লুহানস্ক অঞ্চলের

রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রের যে বরাত দেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী, তাতারস্কিকে উপহার হিসেবে একটি বাক্সে একটি মূর্তি দেওয়া হয়েছিল, যার ভেতরে বোমা লুকানো ছিল।

বিস্ফোরণের পরে টেলিগ্রামে প্রচারিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, তার হাতে একটি মূর্তি দেয়া হয়েছে এবং এটি নিয়ে তিনি কৌতুক করছেন।

তবে বিবিসি এটা যাচাই করতে পারেনি যে, ওই মূর্তিটির মধ্যেই বিস্ফোরক ছিল কিনা।

বিবিসির রাশিয়ার সংবাদদাতা ওলগা ইভশিনা বলেছেন, ইউক্রেনে থাকা অন্য রুশ সামরিক ব্লগার এবং রাষ্ট্রীয় মিডিয়ার সাংবাদিকদের চাইতে ভিন্ন তাতারস্কি যুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি ইউক্রেনের সম্মুখ সারি থেকে রিপোর্ট করেছেন এবং গত বছর ক্রেমলিনের ভেতর থেকে ধারণ করা এক ভিডিও পোস্ট করার পর তিনি বিশেষ ভাবে কুখ্যাতি অর্জন করেন।

তিনি ওই ভিডিওতে বলেছিলেনঃ আমরা সবাইকে পরাজিত করবো, আমরা সবাইকে মারবো, প্রয়োজন অনুযায়ী সবাইকে লুট করবো, আমাদের খেয়াল খুশি মতো।

ওই ভিডিওটির উপলক্ষ্য ছিল ক্রেমলিনে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আয়োজন করা একটি অনুষ্ঠান, যেখানে তিনি ইউক্রেনের চারটি আংশিকঅধিকৃত অঞ্চল রাশিয়ার সাথে সংযুক্তির ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই ভূমি দখল আন্তর্জাতিকভাবে নিন্দিত হয়েছিল।

সেন্ট পিটার্সবার্গ হল প্রেসিডেন্ট পুতিনের নিজের শহর এবং সেখানেই তিনি প্রথম খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। টেলিগ্রামে তাতারস্কির পাঁচ লাখেরও বেশি ফলোয়ার আছে।

সেখানে তিনি ও অন্য সামরিক ব্লগাররা ইউক্রেনে রাশিয়ার অভিযানের বিভিন্ন দিক নিয়ে সমালোচনা করেছেন।

সাইবার ফ্রন্ট জেড নামে একটি গ্রুপ যারা টেলিগ্রামে নিজেদের 'রাশিয়ার তথ্য সৈনিক' বলে পরিচয় দেয়, তারা বলেছে যে, ওই দিন সন্ধ্যার জন্য তারা ক্যাফেটি ভাড়া করেছিলো।

একটি অংশ দখল করেছিল।

তিনি দোনেৎস্ক অঞ্চলের মাকিভকাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাতারস্কির নিজের মতে, দোনেৎস্ক বিদ্রোহীরা তাকে জেল থেকে মুক্ত করানোর পর তিনি তাদের সাথে যোগ দেন।

সশস্ত্র ডাকাতির অপরাধে তিনি জেলে ছিলেন। দোনেৎস্ক এমন একটি অঞ্চল যা রাশিয়া দাবি করে যে তারা নিজেদের অন্তর্ভূক্ত করেছে।

রাশিয়া যখন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে তার পূর্ণ মাত্রায় আক্রমণ শুরু করেছিল, তখন তাতারস্কি আবার যুদ্ধে যোগ দেন এবং এবং সোশ্যাল মিডিয়া ও রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমে যুদ্ধের বিষয়ে মন্তব্য করতে শুরু করেন।

তিনি যুদ্ধ ড্রোন উৎক্ষেপণ এবং দুর্গ নির্মাণে সাহায্য করেছেন বলে দাবি করেন।

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির একজন উপদেষ্টা মাইখাইলো পোডোলিয়াক এক টুইট করেছেন যেখানে তিনি বলেন, রাশিয়ায় মাকড়সারা বয়ামের ভেতর পরস্পরকে খাচ্ছে।

তিনি আরও বলেছিলেন যে, রাশিয়ার রাজনৈতিক অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ঘরোয়া সন্ত্রাসবাদের দিকে গড়াচ্ছে।

এদিকে, রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা তাতারস্কি এবং তার মতো ব্লগারদের সত্যের রক্ষক বলে প্রশংসা করেছেন। তিনি টেলিগ্রামে লিখেছিলেন, রাশিয়ান সাংবাদিকরা ক্রমাগত কিয়েভ শাসনের প্রতিশোধের হুমকি অনুভব করছেন।

তাতারস্কি ইউক্রেনের জন্য বিপজ্জনক ছিলেন উল্লেখ করে তিনি আরো লিখেন, কিন্তু সাহসিকতার সাথে শেষ অবধি তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

গত অগাস্টে মি. পোডোলিয়াক দারিয়া দুগিনার হত্যাকাণ্ডে ইউক্রেনের জড়িত থাকার রুশ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেন।